বেতার জগৎ

INDIAN STATE BROADCASTING SERVICE

· ORGAN OF THE CALCUTTA STATION ·

Vol. VII No. 10. | Saturday, 16th May 1936. | Two Annas
৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] | শনিবার ১৬ই মে ১৯৩৬, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ | [দুই আনা

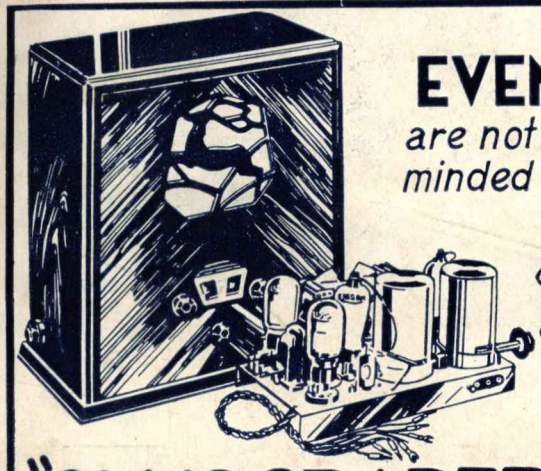

EVEN IF YOU
are not mechanically minded YOU can easily build the

LISSEN
ALL-WORLD ALL-WAVE
"SKYSCRAPER" RADIO

	Price Rs.	As.
Kit Complete with Valves ...	112	8
Kit Complete with Consollete Cabinet & Moving Coil Loudspeaker ...	162	8

ASK FOR FREE FULL SIZE CHART.

Tuning From 12-2000 Metres with the Turn of a Knob.

SOLE DISTRIBUTORS :—

BOMBAY RADIO
Pvt. Ltd.

SPECIALIST IN SHORT WAVE RADIO

16, New Queen's Road, Bombay : : : : : : : : 7, Esplanade Calcutta
Bharat Building, 1/18, Mount Road, Madras

FIT YOUR RADIO WITH-

Exide
Indicator Battery for low tension.

Drydex
120 volt battery for high tension.

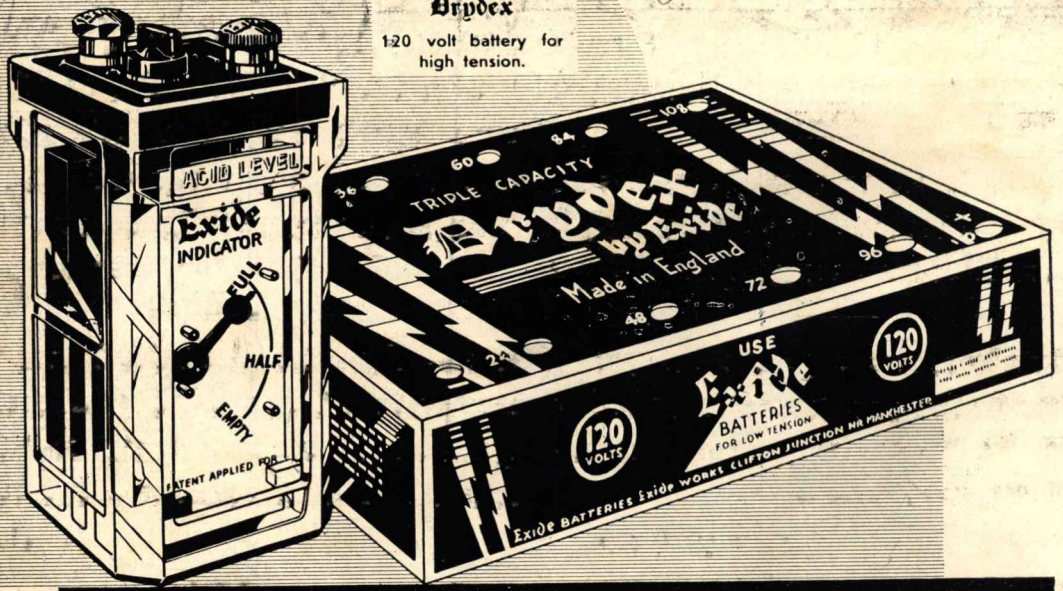

Exide and Drydex BATTERIES

and ensure clearer and purer Radio Reception. Specifically designed for all classes of Radio duty.

Main Service Agents :—

F. & C. OSLER Ltd.,
OLD COURT HOUSE STREET,
CALCUTTA.

৭ম বর্ষ] শনিবার, ১৬ই মে ১৯৩৬, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ [১০ম সংখ্যা

আমাদের কথা

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদানেচ্ছু সঙ্গীত-শিল্পীদের সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছিলাম। সে দিনের আলোচনা ছিল কণ্ঠ-সঙ্গীত সম্বন্ধে। আমাদের এবারের আলোচ্য বিষয়—যন্ত্রসঙ্গীত।

যন্ত্র বহুবিধ। সুতরাং প্রত্যেক যন্ত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্ররূপে এ বিষয়ে আলোচনা এই স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। অতএব এ সম্বন্ধে মুখ্য বিষয়গুলি সাধারণ ভাবে আলোচিত হচ্ছে।

কোন যন্ত্রেরই স্বাভাবিক সুর উৎপাদনে কোনরূপ আড়ষ্টতা বাঞ্ছনীয় নয়। তবলা-বাঁয়া, পাখোয়াজ বা খোল যন্ত্রের বোল মৃদু এবং সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তারের যন্ত্রের সঙ্গীত যাতে মেজরাপের আঘাতে বা ছড়ির ঘর্ষণে কোনরূপ সুর-বিকৃতি উৎপাদন না করে অর্থাৎ পূর্ণ সুরটি অবিকৃতরূপে স্ফূর্ত্ত হয়, সেদিকে যন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যন্ত্রসঙ্গীতে ছন্দোবৈচিত্র্য প্রকাশের সময় যন্ত্রীর মনে রাখা প্রয়োজন যে, একই বিষয় যেন একাধিক-বার ব্যবহৃত না হয়।

বাঁশীর সুর সম্বন্ধে অধিকাংশ সাফল্যই নির্ভর করে ফুঁয়ের ওপর। সুতরাং সুরেলা ফুঁয়ের জন্য আর্টিষ্টদের সর্ব্বাগ্রে সচেতন হওয়া কর্ত্তব্য। বাঁশীর ভিতর দিয়ে মীড়, গমক, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি সঙ্গীতের অলঙ্কারগুলি প্রস্ফুট ক'রে তোলা সহজসাধ্য নয়। অতএব এ বিষয়ে আর্টিষ্টদের অবহিত হওয়া উচিত।

বলা বাহুল্য যে, কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত—সকল সঙ্গীতেই ষ্টাইলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ভাল ষ্টাইলের আর্টিষ্টদের সর্ব্বাগ্রে সুযোগ দেওয়া হ'য়ে থাকে।

বেতার নাটুকে দল ২২শে মে শুক্রবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "উলুপী" নাটকের অভিনয় করবেন। বহু নাটকীয় উপাদান ও সঙ্গীতের সমাবেশে "উলুপী" একখানি উচ্চশ্রেণীর নাটক।

শ্রোতৃবৃন্দ এ নাটকের অভিনয় শুনে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করবেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

আগামী ২৯শে মে শুক্রবার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক "সিংহল বিজয়" বেতার নাটুকে দল কর্ত্তৃক অভিনীত হবে। একদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে "সিংহল-বিজয়ে"র অভিনয় দেশে সাড়া জাগিয়েছিল। বেতার নাটুকে দলও এ নাটকখানির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

আগামী ২৬শে মে মঙ্গলবার জামাই-ষষ্ঠী ;—বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব-তিথি। এই উৎসব-দিবসটিকে আনন্দমুখর ক'রে তোলবার ভার নিয়েছেন বেতার শিল্পীশঙ্ঘ। উক্ত দিনে সন্ধ্যা সাতটায় তাঁরা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রণীত সুবিখ্যাত প্রহসন "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" অভিনয় করবেন।

"বাসন্তী বিদ্যাবীথি"র সদস্যেরা আগামী ৩১শে মে রবিবারে রাত্রি ৭-৪৫ মিনিটে "মরীচিকা" বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশে তাঁরা এ অনুষ্ঠানটিকে একান্ত উপভোগ্য ক'রে তুলবেন।

১৭ই মে রবিবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শ্রীমতী বেলা হালদারের পরিচালনায় "কালবৈশাখী" অনুষ্ঠিত হবে। বিচিত্র-সুর-সমন্বয়ে সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে এ অনুষ্ঠানটিতে সময়োচিত পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করা হবে।

২১শে মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন ক'রেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গীতশ্রী কুমারী গীতা দাস, গীতশ্রী শ্রীমতী বিজলী দত্ত, গীতশ্রী কুমারী রেণুকণা মোদক প্রভৃতির খেয়াল ও ঠুংরী গানের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

মিঃ বি, কে, নন্দীর উদ্যোগে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের অধিবেশন হবে আগামী ২৩শে মে শনিবার রাত্রি ৭টা ১৫ মিনিটে। উক্ত অনুষ্ঠানে নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের যোগদানের সম্ভাবনা আছে।

শ্রীযুক্ত অমিয় প্রকাশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের অধিবেশন হবে ২৮শে মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়।

২৮শে মে রাত্রি সাড়ে আটটায় সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয় উচ্চশ্রেণীর (Classical) সঙ্গীত-মাধুর্য্যে আমাদের শ্রোতৃবৃন্দকে অভিনন্দিত করবেন।

মিস্ ইউ, বিশ্বাস, এম্, এ ২৩শে মে শনিবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে "স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ" সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করবেন।

পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুকাল গবেষণা ক'রে মিঃ এম্, এল, রায় যে অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় ক'রেছেন, কিছুকাল ধ'রে কয়েকটি মূল্যবান বক্তৃতায় তিনি তার কিছু পরিচয় প্রদান ক'রেছেন। আগামী ২৭শে মে বুধবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তিনি "নরক ও নরকের অধিবাসী" সম্বন্ধে একটি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা ক'রবেন

মিঃ আর্, সি, বড়ালের প্রযোজনায় নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের সঙ্গীতানুষ্ঠান আগামী ৩০শে মে শনিবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তাঁদের টালিগঞ্জ ষ্টুডিও থেকে রীলে করা হবে।

বয়স্কদের শিক্ষা

অধ্যাপক—শ্রীঅনাথনাথ বসু এম-এ (কেম্ব্রিজ)

আজ আমি আপনাদের কাছে জনসাধারণের বিশেষ করে বয়স্কদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই। যারা ইস্কুল কলেজে পড়ে বা পড়ার সুযোগ পায় তাদের সম্বন্ধে নয়, যারা নানাকারণে কোন দিনই শিক্ষা পায় না, যাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা আমরা করি না বা করার দরকারও মনে করি না, দেশের সেই বয়স্ক জনসাধারণের কথাই আমি আজ বোল্‌বো। বালকবালিকা বা যুবকযুবতীদের শিক্ষার কথা অনেকেই বলেন, তাদের শিক্ষার আয়োজনও এদেশে নানাভাবে করা হয়েছে; অন্যদেশের তুলনায় সে আয়োজন যথেষ্ট না হলেও তাদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। এদেশে এখনও আবশ্যিক (যাকে ইংরেজিতে Compulsory বলে) শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি কিন্তু তবুও সকল ছেলেমেয়েরই যে লেখা-পড়া শেখা প্রয়োজন এটা আমরা সকলেই জানি ও মানি। যদি আমরা তার জন্যে যথেষ্ট আয়োজন না করে থাকি তবে তার কারণ এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ নয়, ব্যবস্থার অভাব। পাড়াগাঁয়ের গরীব চাষীও তার ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাতে চায়, পারে না সে হয়ত' অভাবে বা পাঠশালা নেই বলে।

কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষার কথা বল্‌তে গেলেই মনে নানা প্রশ্ন জাগে। প্রথম মনে হয় যাদের বয়স হয়েছে তাদের কি শিক্ষিত করে তোলা যায়, নতুন করে লেখাপড়া শেখান যায়? এককালে লোকের ধারণা ছিল অধিক বয়স হলে মনের বিদ্যা অর্জ্জন করার শক্তি কমে যায়, বুদ্ধিতে ভাঁটা পড়ে। একথা যে সত্য নয় মনস্তাত্ত্বিকগণ তার অনেক প্রমাণ দেবেন। প্রমাণের জন্য মনস্তাত্ত্বিকগণের কাছে যাবারও দরকার নেই, প্রতিদিনকার জীবনেই এর উদাহরণ মেলে। এই সেদিনও কাগজে পড়েছি ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধ তাঁর নাতির সঙ্গে একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন। সুতরাং একথা আর বলা চলে না যে বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া কঠিন। তবুও প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার কি দরকার?

আমরা প্রায়ই বলে থাকি দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল এদেশের ছেলেমেয়েরা, দেশের ভবিষ্যৎ তাদেরই হাতে। একথা খুবই সত্য। অতএব তাদের শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ ত' গেল ভবিষ্যতের কথা; দেশের বর্ত্তমান যে দেশের বয়স্কদেরই হাতে, তারাই যে দেশের বর্ত্তমান আশা, কারণ বর্ত্তমানকে তারাই গড়ে তুলেছে ও তুল্‌ছে। ভবিষ্যতের কি রূপ হবে তাও তারাই অনেক পরিমাণে নির্দ্দেশ করে দেবে। সুতরাং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা আরো আশু প্রয়োজন।

একটা উদাহরণ দিই। আর কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের দেশে নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক বয়স্কদের হাতে ভোটের অধিকার আস্‌বে। এ প্রণালী ভাল কি মন্দ সে বিচারের স্থান এখানে নয়। যদি এ প্রণালী ভাল হয় তাহলে চালাবার ভার আস্‌বে দেশের বয়স্ক জনসাধারণের উপর; আর যদি এ প্রণালী সংস্কার করা প্রয়োজন হয় তবে সে প্রয়োজন সাধন করার ভারও সেই তাদেরই হাতে গিয়ে পড়বে। কারণ এরাই ত ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে। সেই প্রতিনিধি কি রকম হবে সেটা অনেক পরিমাণে নির্ভর করবে এই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ওপর। অধিকার ও দায়িত্ব একসঙ্গে চলে। ভোট দেওয়ার অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভোট যাতে ঠিকমত দেওয়া হয় তার দায়িত্ব এসে পড়ে। আমি জিজ্ঞাসা করি নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের ফলে দেশের বয়স্ক জনসাধারণের উপর যে দায়িত্ব আস্‌বে সে দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার যোগ্যতা এদের মধ্যে কত জনের আছে? যে শিক্ষা এই দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলে তার কোন্ ব্যবস্থা আমরা করেছি? আমার মনে হয় এদেশের অনেক গণতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠান যে ব্যর্থ হয়েছে, কার্য্যকরী হয়ে ওঠে নি, তার কারণ এদেশে বয়স্কদের শিক্ষার অভাব।

আমাদের দেশে শতকরা নব্বইজন নিরক্ষর; বাকি যে দশজনের অক্ষর-জ্ঞান আছে সে জ্ঞানও অতি সামান্য।

অথচ আর কিছুদিনের মধ্যেই দেশ শাসন করার অনেকখানি দায়িত্ব গিয়ে পড়বে সেই নিরক্ষর নব্বই জনের ওপর। তারা যাতে সেই দায়িত্ব ন্যায্যভাবে পালন করে তার ব্যবস্থা করা না করলে চলবে না। সুতরাং বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

অবশ্য এককালে দেশের শাসনভার অভিজাত সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ছিল, তখন জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলেও চলতো। কিন্তু ভালো হোক্ মন্দ হোক্ আজ সে ব্যবস্থা বদলে গেছে। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে গণশক্তির যোগ আজ নিকট হয়েছে এবং দেশের মঙ্গলামঙ্গল আজ অনেক বেশী পরিমাণে দেশের জনসাধারণের উপর নির্ভর করেছে।

অজ্ঞানের মত বড় বিপদ আর কিছু নেই। অজ্ঞান অন্ধ। অন্ধ যখন অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে তখন সে চলার যে কি পরিণতি হয় তা' সকলেই জানেন। অন্নের অভাব বড় অভাব কিন্তু তার চেয়েও বড় অভাব জ্ঞানের অভাব। অন্ন দেহের ক্ষুধা মেটায়, জ্ঞান মনের, আত্মার ক্ষুধা মেটায়। জ্ঞান মনকে মুক্তি দেয়। মনের মুক্তি না হলে দেহের মুক্তি হতে পারে না। দেশের মুক্তি, উন্নতির জন্যে তাই আগে চাই দেশের জনসাধারণের মনের মুক্তি। সেই মুক্তি দেবে জ্ঞান; সেই জ্ঞান আসবে শিক্ষা হ'তে। সুতরাং সেই শিক্ষার আয়োজন করতে হবে যার ফলে দেশের সকলে শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

আজ যে আমাদের দেশের জনসাধারণ দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণে পিষ্ট হচ্ছে এর মূলে অর্থের অভাব অনেকখানি থাকলেও সবটা নয়। আজ যদি আমাদের কোন জিনিষের সবচেয়ে বেশী অভাব হয়ে থাকে তবে সেটা জ্ঞানের। আমি শুধু বই-পড়া জ্ঞানের কথা বলছি না, যে জ্ঞান পঙ্গু, অচল, যা শুধু মাথার মধ্যেই বদ্ধ থাকে—জীবনে যার কোন প্রভাব নেই। আমি সেই জ্ঞানের কথা বলছি—যে জ্ঞান দেশের দশের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়ে তোলে, আমাদের সমাজবোধ বিকসিত করে, নিজেকে সকলের মধ্যে দেখতে শেখায়, যে জ্ঞান কর্ম্মশক্তি জাগায়, বুদ্ধি মার্জ্জিত করে, আত্মাকে বলীয়ান করে, মনকে মুক্তি দেয়, যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে শিখি, কর্ত্তব্য পালন করতে শিখি।

যে শিক্ষা এই জ্ঞান দেবে সে শিক্ষা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়। শুধু পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না; পুঁথির বাইরে যে বিরাট জগৎ আছে এই জ্ঞানের সাহায্যে তার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, প্রেম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে তাকে আপন করে নিতে হবে।

কিন্তু পুঁথিকে, লেখাপড়া শেখাকে ছোট করলে চলবে না। বিশেষ করে আজকের দিনে। পুঁথি যে যন্ত্র। যন্ত্র না হলে যন্ত্রী কাজ করে কেমন করে?

যে সমাজ নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন সে সমাজ সকল দেশে সকল সময়ে সমাজস্থ বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং করেছে। কারণ সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে এই শিক্ষার ওপর। আমাদের দেশেও এককালে যাত্রা, কথকতা, পাঁচালির ভিতর দিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে ব্যবস্থা ছিল সেদিনকার উপযোগী; সেদিন ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের আয়োজন তার মধ্যে ছিল। আজ ধীরে ধীরে অন্যান্য অনেক পুরাণো জিনিসের সঙ্গে সেই ব্যবস্থাগুলিও লোপ পাচ্ছে; সময়েরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এই নতুন যুগের জন্য এর উপযোগী তাই নতুন ব্যবস্থা করা দরকার হয়েছে।

বয়স্কদের শিক্ষার কথা বলতে গেলেই আমার পাশ্চাত্য দেশগুলির বিশেষ করে ডেন্মার্কের কথা মনে পড়ে। গত একশ' বৎসরের মধ্যে ডেন্মার্ক যথেষ্ট উন্নতি করেছে; সে উন্নতির মূলে আছে সে দেশের বয়স্কদের শিক্ষাপ্রণালী। ডেনমার্ক আমাদেরই বাংলাদেশের মত কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষির ওপর সে দেশের মঙ্গল নির্ভর করে। দেশটা দেখতেও বাংলাদেশের মত সমতল, মাঝে মাঝে চাষীদের গ্রাম, গাছপালায় ঢাকা, মাঠে গরু চরছে, চাষীরা চাষ করছে। দেশের কলকারখানার বিশেষ প্রাচুর্য্য নেই; কোপেনহেগেন ছাড়া বড় সহরও বেশী নেই; দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামেই বাস করে।

এক শ' বৎসর আগে নানা কারণে এদেশের দুর্দ্দশার দিন আসে। এরা দুধ, পণীর, মাখন, ডিম ও শূকরের মাংস বিক্রী করত অন্যান্য দেশে। নানা কারণে সে সকল

দেশের লোকে এদেশের জিনিস কেনা বন্ধ করে দিল। তখন ডেনমার্কে দুটো আন্দোলনের সৃষ্টি হয়—এক সমবায় আন্দোলন, দুই, বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন। এই দুই আন্দোলনই জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। এই দুই আন্দোলনের প্রভাবে এই দেশের জাতীয় জীবন নূতনভাবে রূপান্তরিত হয়ে এদেশের রূপ ফিরেছে। আজ এরা সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে জগতের মধ্যে আপনাদের স্থান করে নিয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন ডেনমার্কে এক বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ডেনমার্কে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক অর্থাৎ সে দেশের ছেলেমেয়েরা ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখতে বাধ্য। কিন্তু যেই ১৪ বৎসর পার হয় অমনি মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘোচে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই যেটুকু লেখাপড়া শেখা হয় অধিকাংশ ছেলেমেয়েই সেটা ভুলে যায়। অর্থাৎ সেই বিদ্যা কার্য্যকরী হয় না। এ সমস্যা শুধু ডেনমার্কেরই নয়, সকল দেশের।

এই জন্যে সকল দেশেই বয়স্কদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এ ত' গেল যে সকল দেশে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন আছে, যে সকল দেশের সকলকেই ছোট বেলায় লেখাপড়া শিখতে হয় তাদের কথা। যে দেশে সে আয়োজনও নেই; যেখানকার ছেলে-মেয়েদের ছোট বেলায় লেখাপড়া শিখতে বাধ্য করা হয় না—আমাদের দেশে—সেখানে যে বালকদের শিক্ষা ব্যবস্থার আরো বেশী দরকার এটা বলা বাহুল্য।

যাই হোক্ ডেনমার্কের কথা বলছিলাম। সেই চাষীর দেশে ত ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে গিয়ে নিজেদের কাজ কর্ম্মে লেগে যায়। কয়েক বৎসর পরে কাজের অবসর পেলেই আবার তারা নূতন ধরণের এক বিদ্যালয়ে এসে ভর্ত্তি হয়। এই ইস্কুলগুলির নাম Folk High School অর্থাৎ জনসাধারণের উচ্চ বিদ্যালয়। সাধারণ হাই স্কুল বলতে আমরা যা বুঝি এগুলি মোটেই সে ধরণের নয়। এই ফোক্ হাই ইস্কুলগুলি বছরে দুবার খোলা হয়; গ্রীষ্মকালে মেয়েদের জন্যে, হেমন্তে ছেলেদের জন্যে। বছরের ঠিক্ এই দুই সময়ে চাষের কাজ বিশেষ থাকে না সুতরাং তখন ছুটি পাওয়া যায়। এদেশে ছেলেমেয়েরা সকলেই মিলে চাষের কাজ করে।

আঠারো বৎসরের কম বয়সে কিন্তু এই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়া যায় না। এখানে আঠারো থেকে ষাট বৎসর বয়সের নরনারীদের দেখা যায়। অর্থাৎ জীবনে কাজের ফাঁকে যে যখন অবসর পায় তখনই সে ইস্কুলে এসে যোগ দেয়। ইস্কুলে যোগ দেওয়া আবশ্যিক নয় অর্থাৎ বয়স্কদের সকলকেই যে এই ইস্কুলে পড়তে বাধ্য করা হয় তা' মোটেই নয়। কিন্তু তবুও এমনই জ্ঞানের আকর্ষণ, বিদ্যার এমনই টান যে এদেশের সব ফোক্ হাই স্কুলগুলিতে কোনদিন ছাত্রছাত্রীদের অভাব হয় না।

আমি ডেনমার্ক ও সুইডেনে দু' একটা ফোক্ হাই স্কুল দেখেছি। সেখানে জ্ঞানানুরাগী এই নরনারীদের দেখে আমার মনে সত্যই শ্রদ্ধা জেগেছে, মনে মনে তাদের প্রশংসা করেছি। এখনও সকল দেশের চাষিদেরই, সে এদেশেরই হোক্ আর য়ুরোপেরই হোক্, অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। অর্থের অভাব তাদেরও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জ্ঞানের আগ্রহ কত! এই না হলে কি দেশের উন্নতি হয়?

এইবার ফোক্ হাই স্কুলের লেখাপড়ার কথা বলি। আগেই বলেছি এগুলি মোটেই সাধারণ হাই স্কুলের মত নয়; এখানকার পাঠ্য বিষয়, লেখাপড়া শেখাবার প্রণালী সকলই আলাদা। বয়স্কদের জীবনে যা কাজে লাগে তাই এখানে পড়ান হয়। কিন্তু এইখানেই বলে রাখা ভাল এখানে বৃত্তিমূলক কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না, অর্থাৎ এখানে শিক্ষা পেলে সাক্ষাৎভাবে চাষের কাজে কোন সুবিধা হয় না। কিন্তু এই শিক্ষার ফলে মনের যে উন্নতি হয় তাই পরোক্ষভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে ওঠে।

একটা ফোক্ হাইস্কুলে গিয়ে দেখলাম একটা ঘরে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা চলছে অধ্যাপক ছাত্র সকলেই সে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন; আর একটা ঘরে কলাবিদ্যা, গৃহসজ্জা সম্বন্ধে বক্তৃতা হচ্ছে। আর একটা ঘরে গিয়ে দেখি ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ চলছে। বিষয়গুলা বাছা হয় মানব মনের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে; শুধু অন্ন বস্ত্র হলেই ত মানুষের চলে না। তার যে আরো অনেক কিছুর দরকার। সেই দরকার আছে বলেই ত মানুষ মানুষ। সেই দরকার মেটাবার জন্যই ত' শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়।

ফোক্ হাইস্কুলে বিশেষ করে আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে এখানে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ খুব নিকট হতে পারে যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন গুলিতে ছিল, আর আধুনিক কালের লুপ্ত প্রায় টোলগুলিতে আছে। এই প্রণালী বয়স্কদের মনের উপযোগী। সাধারণ ইস্কুল কলেজে যেমন ভাবে শেখান হয় সে প্রণালী ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য চল্‌লেও চল্‌তে পারে কিন্তু বয়স্কদের পক্ষে মোটেই তা চলে না।

আমাদের দেশে কোন কোন জায়গায় নৈশ-বিদ্যালয় করে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সফল হয়নি অনেক ক্ষেত্রেই তার কারণ আমরা ঠিক প্রণালীতে ব্যবস্থা করি নি। বয়স্কদের শিক্ষার উদ্দেশ্য আলাদা, প্রণালী আলাদা। সকল বয়স্কদের বিদ্যালয়-গুলিকে সাধারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

আমি এতক্ষণ সাধারণভাবেই এই সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এসম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তার সময় নেই। মোটর উপর যে দেশে শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর সেদেশে বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা করা খুবই দরকার।

কিভাবে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে তা আমি আপনা-দের বিচার করতে বলি। যদি আবার সুযোগ পাই তা'হলে আমি এ সম্বন্ধে আমার মতামত আপনাদের কাছে নিবেদন কোরবো। কিন্তু একটা কথা ঠিক; একআধজনের চেষ্টায় এ সমস্যার সমাধান হবে না; আমাদের সকলকে মিলে লাগ্‌তে হবে। অজ্ঞানের অন্ধকারে দেশের শতকরা যে নব্বই জন ডুবে আছে তাদের তুল্‌তে না পার্‌লে, তাদের জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ না দিলে এ জাত, এদেশ কোন দিনই উঠ্‌তে পারে না।

একটী কথা—ইংরেজীতে adult education শব্দের একটা উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ আমি অনেক দিন ধরে খুঁজছি কিন্তু ঠিকমত পাইনি। অভাবে "বয়স্কশিক্ষা" এই শব্দটী ব্যবহার করতে হয়েছে—যদি এর চেয়ে ভাল কোন প্রতিশব্দ আপনাদের মধ্যে কেউ দিতে পারেন তবে আমি কৃতজ্ঞ হবো। এবিষয়ে কোন কিছু জানাতে হলে আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় জানাবেন।

The All India United Assurance Co., Ltd.

LUCKNOW.

One of the biggest and soundest Insurance Companies of India.
Branch and Chief Agencies throughout **India, Burma and Ceylon.**
1st. year's business over 32 lacs.
Branch Office :—102, CLIVE STREET, CALCUTTA Phone Cal. 4552.
Branch Manager :—H L GOOPTA, B. A. (Cal), F. R. E. S. (Lond.) F. F S. (Guild)
Chairman :—RAJA RAMPAL SINGH, K. C. I. E.
General Manager :—S. S. ROHATGI, Esq., B. Sc., LL. B.

মহর্ষি কপিল ও দুনিয়ার কথা

শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরই এই ভারতবর্ষে কপিল নামে এক মুনি সাংখ্য নামক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তিনি এই দর্শনে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতএব এই সাংখ্যকে শুধু দর্শনশাস্ত্র না বলিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রও বলা চলে। জগতের সমুদয় জিনিষ বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ বস্তুর উপাদান কি তাহা তিনি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই জরা-মরণশীল পৃথিবী হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইতে হয় তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন। এইজন্যই সাংখ্যকে দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই বলা চলে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছিলেন, "সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি।" অনেকে মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে কপিল-মুনির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন তিনিই সাংখ্যকার কপিল-মুনি। আবার কেহ কেহ বলেন যে, যে কপিলমুনি সাংখ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কথা শ্রীকৃষ্ণ আদৌ বলেন নাই। যিনি সাংখ্য রচনা করিয়াছেন তিনি একেবারেই অন্য লোক। এখানে এ সব ঝগড়ার কথা বেশী বলিবার দরকার নাই। মোটের উপর অনেকেই বিশ্বাস করেন যে শ্রীকৃষ্ণ যে কপিলমুনির কথা বলিয়াছিলেন তিনিই সাংখ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনিই তাঁহার মাতৃ-দেবীকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন। এই কপিলই তাঁহার মাতা দেবাহুতিকে নানাপ্রকার উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়া, বুঝাইয়া, শুনাইয়া, সান্ত্বনা দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া-ছিলেন। তিনি তারপর কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁর পর এতবড় সিদ্ধপুরুষের কথা শোনা যায় না। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কতকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন তাহা বলা যায় না। তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছিলেন যে, "সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে আমি কপিল।" ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এককালে এদেশে কপিলের কত বড় নাম যশঃ ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এই কপিলই নিজে সিদ্ধ হইয়া, মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য তাঁহার অমর অবদান সাংখ্যশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব শাস্ত্র লিখিয়া কপিল যে শুধু নিজেকেই অমর করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু তিনি এই সমগ্র ভারতবর্ষকে পৃথিবীর চোখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণও মুক্তকণ্ঠে মহর্ষি কপিলের জয়গান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন, যখন এই পৃথিবী অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন ভারত ভূখণ্ড হইতে মহর্ষি কপিল জ্ঞানের প্রভাত-কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব কপিলের সাংখ্যই পৃথিবীর জ্ঞান-সূর্য্যের প্রভাতরশ্মি।

মহর্ষি কপিল ভারতের, তথা জগতের সকলেরই চির-নমস্য। কথিত আছে, হিন্দুগণ যে প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে যান, তাহা শুধু এই মহর্ষি কপিলকে সম্মান দেখাইবার জন্যই। অনেকেরই ধারণা যে কপিলমুনি গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া তাহার তীরে বসিয়া জ্ঞানলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। ঠিক্ এমনি বুদ্ধদেবও নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া অশ্বত্থপাদমূলে তপস্যায় বসিয়া সিদ্ধি বা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব যখন সন্ন্যাসী হইতে চাহিলেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে বাধা দিলেন। গৌরাঙ্গদেব মাতাকে বলিলেন, "মা, জীবের কল্যাণের নিমিত্ত মহর্ষি কপিলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলে তাঁহার মাতা দেবাহুতি কি তাঁহার পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দেন নাই? জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শাক্য-সিংহও কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই?" পুত্রের কথায় মাতা নিরুত্তর হইলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে কপিলমুনিকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিযুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব পর্য্যন্ত, আবার গৌরাঙ্গদেব

হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই এত শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন, যাঁহার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাসাগর স্নানে গিয়া থাকে, যিনি সাংখ্যজ্ঞান দান করিয়া সর্ব্বপ্রথম জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞান গরিমা ও প্রতিভা ভাষায় প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব।

মহর্ষি কপিল অতি সুন্দরভাবে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কথা বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার কথা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ থাকায় সাধারণের নিকট তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, আমরা অনেকেই সাংখ্যকে অতি নীরস ও জটিল বলিয়া ফেলিয়া রাখি। সাংখ্যে যে এই পৃথিবীর সৃষ্টির কথা আছে তাহা বড় বড় পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া আমরা ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠি। একবার একটি গল্পে শুনিয়াছিলাম যে, এক মস্ত বড় ভৌগোলিক একটী গ্রামে পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কথা বুঝাইতে গিয়াছিলেন। গ্রামের অধিবাসীরা সাদাসিদা ও নিরক্ষর ছিল। তাহারা খাইত দাইত ও মজা লুটিত। কোন কঠিন বিষয়ে তাহারা কোনদিন মাথা ঘামায় নাই। যেদিন সেই ভৌগোলিক গ্রামে বক্তৃতা করিলেন, সেদিন সকল গ্রামবাসী তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে জড় হইল, কারণ ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ তাহাদের গ্রামে কোন বিষয়েই বক্তৃতা করেন নাই। ভৌগোলিক বক্তৃতা দিতে উঠিয়া প্রথমেই বলিলেন, "প্রথমে এই পৃথিবীটা ছিল জলময় এবং গোলাকার। তারপর ধীরে ধীরে সেই অসীম জলরাশির মধ্যে স্থানে স্থানে চড় পড়িয়া ক্রমে ক্রমে নানাদেশ, প্রদেশ সৃষ্টি হইতে লাগিল। তারপর বৃক্ষাদি জন্মিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে স্থলে জলে নানাপ্রকার জীবজন্তুর আবির্ভাব হইতে লাগিল"·····ইত্যাদি। বক্তা যতই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, শ্রোতৃবৃন্দ ততই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল; কারণ এ রকমের কথা তাহারা আর কোন দিন শোনে নাই। পরে বক্তা যখন পৃথিবীর বিনাশ বা লয়ের কথা বলিলেন, তখন শ্রোতারা একেবারেই মাথায় হাত দিয়া বসিল, কারণ তাহারা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে তাহাদের এই সাধের দুনিয়াও একদিন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। যাহা হউক বক্তার কথা বক্তাই বুঝিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রোতারা একেবারে হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। বক্তা পরে শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা আমার কথা বুঝিয়াছেন তো? শ্রোতারা সব বলিয়া উঠিল, "হাঁ বুঝিয়াছি—জলময় ও গোলাকার।" বক্তা বুঝিলেন তাঁহার পরিশ্রম একেবারেই বৃথা। শ্রোতারা একটী কথাও বোঝে নাই। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বও আমাদের নিকট এতদিন এই, "জলময় ও গোলাকার" অবস্থায়ই ছিল। নানা রূঢ় শব্দের তাৎপর্য্য ভেদ করিয়া সাংখ্যের সৃষ্টির কথা আমরা এতকাল বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ভগবানের কৃপাতেই যেন আমরা, আমাদের মধ্যে কয়েকজন পণ্ডিত ও মনস্বী ব্যক্তি পাইয়াছি যাঁদের কৃপায় আমাদের সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মিয়াছে। এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্যার রাধাকিষণ ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি মহা মহা বিদ্বান্ ব্যক্তির কৃপায় আমাদের সাংখ্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিয়াছে। ইঁহারা সাংখ্যের দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বগুলি সহজ ও সরলভাবে সাধারণে পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন। এই সব মনস্বী ব্যক্তির কৃপায় সাংখ্য সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি যে জ্ঞান জন্মিয়াছে সে সম্বন্ধে মাত্র দু চারিটি কথা বলিব।

মহর্ষি কপিল বলেন যে, আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি বা জানিতেছি, তাহার পিছনে এমন অনেক কিছু আছে যাহা আমরা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পাই না বা জানিতে পাই না। এখন যাহা আমরা দেখি, শুনি ও জানি তাহাকে বলে ব্যক্ত এবং যাহা আমরা দেখিনা, শুনিনা ও জানিনা তাহাকে বলে অব্যক্ত। কপিল বলেন যে এই অব্যক্তের হইতেই ব্যক্তের উৎপত্তি। এই অব্যক্তের আর এক নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত। এই প্রকৃতিতে জ্ঞান বা চৈতন্য নাই, অথচ এই প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন কথা হইতে পারে যে, যে প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্য নাই সেই প্রকৃতিই কিরূপে এতসব সচেতন বস্তু সৃষ্টি করিল। এই জন্য কপিল বলিলেন যে, প্রকৃতির যেমন চৈতন্য নাই পুরুষ তেমনি চৈতন্য স্বরূপ। প্রকৃতি ও পুরুষ যেন দুইটি সমান্তরাল রেখা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া পাশাপাশি চলিয়া

যাইতেছে। কপিল বলেন যে এই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই এই বিশ্বের উৎপত্তি। এখন আমরা কপিল-মুনিকে প্রশ্ন করিতে পারি, "আচ্ছা মহাশয়, প্রকৃতি ও পুরুষ যখন একেবারেই আলাদা বস্তু অর্থাৎ প্রকৃতি যখন একেবারেই জড়স্বভাব এবং পুরুষ যখন একেবারেই চৈতন্য-স্বরূপ, তখন প্রকৃতি ও পুরুষ কিরূপে একসাথ হইয়া কাজ করিয়া এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়াছে?" কপিলমুনি এই প্রশ্নের একটি অতি সুন্দর উত্তর দিয়া বলিয়াছেন, আচ্ছা দেখুন, অন্ধব্যক্তির পা দুখানি যতই ভাল থাকুক সে কিন্তু একাকী হাঁটিতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি খোঁড়া অথচ বেশ চোখে দেখে, সেও কিন্তু একাকী হাঁটিতে পারে না। কিন্তু সেই খোঁড়া লোকটা যদি সেই অন্ধ লোকটার কাঁধে চড়ে তবে কিন্তু উভয়েই বেশ চলিতে পারে। প্রকৃতি পুরুষের ব্যাপারটা অনেকটা এইরূপ। যখন পুরুষের চৈতন্যের ছায়া প্রকৃতির উপরে পড়ে তখনই প্রকৃতি নড়িয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃতি যখন প্রথমেই নড়িয়া ওঠে তখনই তাহার ভিতর হইতে সর্ব্বপ্রথম যে জিনিষটা উৎপন্ন হয় তাহারই নাম মহৎ। এই মহৎ আর কিছুই নয়, যে উপাদান দিয়া এই সমুদয় চর ও অচর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই নাম মহৎ। একবার পুরুষের ছায়া প্রকৃতির উপরে পড়িলে, প্রকৃতি সহজে থামে না। একটার পর একটা ক্রমাগত সৃষ্টি করিয়াই যায়। এই মহৎ হইতে দুইটা জিনিষ এক সাথেই সৃষ্টি হইল—একটার নাম অস্মিতা ও আর একটার নাম তন্মাত্র। "অস্মিতা" আর কিছুই নয় আমাদের মধ্যে "আমি আমি" বলে যে জ্ঞানটা তাহাই অস্মিতা এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই কয়টিকেই পঞ্চতন্মাত্র বলে। অস্মিতা ও তন্মাত্র একসাথেই উৎপন্ন হয়, কারণ যেখানেই "আমি আমি" জ্ঞানটা আছে, ঠিক্ সেইখানেই এই জ্ঞানের সার্থকতার জন্য ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পাঁচটি বিষয় থাকে। এই অস্মিতা হইতেই আবার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আবার তন্মাত্র হইতেই অণু, পরমাণু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই অণু, পরমাণুগুলির মধ্যেও ক্রিয়াশক্তি আছে, ইহারা নানাভাবে মিলিয়া মিলিয়া কখনও জীবজন্তুর দেহ ও বৃক্ষাদি, নদ, নদী ও পাহাড় পর্ব্বতাদি সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই ভাবেই ক্রমে এই দৃশ্যমান জগৎও প্রকাশিত হইয়াছে। অণু পরমাণুর এক এক প্রকার মিশ্রণেই এক এক প্রকারের বস্তু সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার সেই বস্তুর সেই মিশ্রণের অভাব হইলেই সেই জিনিষটার অবসান হয়। অণু পরমাণুর এই প্রকার মিশ্রণ ও অমিশ্রণ সর্ব্বদাই হইতেছে এবং সেই জন্য সর্ব্বদাই এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার জিনিষ নড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে।" ইহাই হইল সাংখ্যের সৃষ্টি-তত্ত্বের মোটা কথা। সূক্ষ্ম কথায় যাইবার আমাদের সময় নাই। পৃথিবী যখন অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল; যখন মানুষ আপনার বা এই দুনিয়ার কোন কথাই জানিত না তখনই কপিলমুনি এই সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা পৃথিবীর পুঞ্জী-ভূত অন্ধকারের মধ্যে প্রথম আলোকশিখা জ্বালিলেন। অতএব জগতের সেই আদিগুরু মহর্ষির উদ্দেশ্যে শত শত নমস্কার জানাইতেছি।

রেডিও, লাউড স্পীকার, হেডফোন, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি অল্প খরচায়, নিখুঁতরূপে অল্প সময়ের মধ্যে আপনার মনের মতন করিয়া নূতনের ন্যায় মেরামত হয়। ২৪ ঘণ্টায় ডেলিভারি। ৬ মাস গ্যারান্টি
সমস্ত রেডিও ব্যবসায়ীর দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত, একমাত্র মেরামতকারক
অটোমেটিক ওয়ার্কস
১১৯, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা। ফোন—ক্যালকাটা ৩৬৮১।
কেম্বেল হাসপাতালের সম্মুখে।

বাসন্তী বিদ্যাবীথি

কর্ত্তৃক

মরীচিকা

বসন্তে পূর্ণ-যৌবন-মদে মত্তা ধরণীর মিলিত বাসর-কুঞ্জের মাঝে রুদ্র মূর্ত্তিতে নেমে এলো প্রবল প্রভঞ্জন, তার ঘন ঘন আন্দোলনে ভেঙ্গে দিলো তাদের মিলন উৎস, ধরণীর বুকে ঘনালো বসন্ত-বিদায়ের ক্ষণ, বনে বনান্তে বেজে উঠলো চিরসুন্দরের বিদায়-গীতি। প্রিয়তমের বিদায়-গীতে ধরণী হ'লো উদ্‌ভ্রান্ত, জানালো তার করুণতম সুরে শেষ মিনতি —দয়িতের চরণে—সুন্দর দিলো সান্ত্বনা, দিলো আশা পূর্ণ মিলনের, ওগো মানসী! তোমার শ্যাম আঙিনায় উৎসবের আয়োজন কখনও অপূর্ণ রবে না।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য সুষমার প্লাবন বয়ে যায় - ধরণীর তনুতে তনুতে, তবু সেই পূর্ণতার মাঝেও সে যেন নিঃস্ব; সারা তনুমনে জ্বলে প্রিয়-বিরহের জ্বালা।

রুদ্র বৈশাখের দাবদাহে, বিরহী-ধরণীর বেদনার দীর্ঘশ্বাসে ঝরে পড়ে কাননের ফুল, থেমে যায় বিহগের গান···গগন ভরে ওঠে বন্দনার রোল, ওগো দেবতা, আনো শান্তি ধরণীর বুকে······অধীরা ধরণী চেয়ে রয় শূন্য দিগন্তের পানে, একে একে ঝরে পড়ে তার সর্ব্ব আভরণ, শুধু কণ্ঠে দোলে সেই দয়িতের স্মৃতির বকুল মালা······

হঠাৎ ঘনালো আকাশের বুকে কালো, আনন্দে দুলে উঠে ধরণীর মন, আকুল কণ্ঠে শুধালো—ওগো প্রিয়! এলে কি এতদিনে, এসো তবে, এসো আমার কুঞ্জে, নাও আমার সব সম্পদ······।

ক্ষণিকের মেঘ ক্ষণিকে মিলালো আকাশের বুকে, অপ্রকৃতিস্থ ধরণীর বুকে জাগলো উন্মাদ্ নর্ত্তন, শত তাণ্ডবের ভয়াল ভঙ্গীতে গগন পবন মুখরিত করে, তনুতে তনুতে লাগ্‌লো সতী-হারা মহা-বিরহীর দোল······

অনন্ত অবসাদে ফিরে আসে ধরণীর চেতনা। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে ধ্বংস-চিহ্ন, অঙ্গে উঠেছে তার ক্ষতের আভরণ, ছিন্ন হয়েছে দেহের বাস, ধূসর ধূলিকণায় পিঙ্গল হয়েছে তার তনু।

আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ঝরে পড়ে দুটি ফোঁটা অশ্রু আঁখির আবেদন, ওগো তৃষ্ণাহারী! চাহি তৃষ্ণার জল, মিটাও পিয়াস, মিটাও প্রাণের জ্বালা।

আসেনা কোন সাড়া সান্ত্বনার সুরে—শুধু রবি ডুবে যায় পশ্চিম নভে।

রচনা ও পরিকল্পনা—শ্রীবটকৃষ্ণ বসু

পরিচালনা	পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র অনিলভূষণ বাগ্‌চী
সহ-পরিচালনা	ক্ষিতীশচন্দ্র বসু সুরেন্দ্রনাথ সেন
সঙ্গীত :—	অনিলভূষণ বাগ্‌চী মনোরঞ্জন সেন
সহ-সঙ্গীত	গঙ্গাধর মুখার্জ্জী নলিনীকান্ত লাহিড়ী

রেখায় রেখায় হাসি
রেখায় রেখায় রসিকতা

SENOLA MUSICAL PRODUCTS — THE SYMBOL OF QUALITY

সেনোলার
নূতন রঙ্গ নাটকের সেট

প্রহারেণ ধনঞ্জয়

রচনা ও প্রযোজনা — শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বি-এ

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমাবেশে অভিনীত
৫ খানি সেনোলা সিলভার লেবেল রেকর্ডে
সম্পূর্ণ; মূল্য ৯৸০

সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্‌ট্‌স্
কলিকাতা।

Back ground music.

শুভ মুখার্জ্জী—বেহালা

বাচ্চু মিশ্র—সারেঙ্গী ও সেতার

কার্ত্তিক চাটার্জ্জী—চেলো

পরিতোষ শীল এণ্ড পার্টি

পিয়ানো, গিটার, মাণ্ডোলিন, বাঁশী ও বেহালা ইত্যাদি

পরিচয় লিপিপাঠ—কুমারী বীণা ভট্টাচার্য্য

ভূমিকালিপি

বসন্ত	কুমারী	সুপ্রীতি মজুমদার
ধরণী	„	যূথিকা রায়
সুন্দর	„	তুষার পাল
প্রকৃতি	„	বীণা রায়
রজনী	„	ভারতী মজুমদার
নীড়হারা পাখী	„	নীলিমা ভাদুড়ী ও গীতা মিত্র
চাতকিনী	„	অমিয়া সরকার ও রেবা সোম

মিলিত বসন্ত উৎসব সঙ্গীত

কুমারী প্রভা সেন
„ কণিকা সরকার
„ মণিকা ঘোষ
„ রেণুকা দাশগুপ্তা
„ ইলা দত্ত
„ কণিকা ঘোষ

মিলিত বিশ্ববন্দনা সঙ্গীত

কুমারী বাসন্তী দাশগুপ্তা
„ বাসন্তী ঘোষ
„ শান্তি মুখার্জ্জী
„ শান্তি ঘোষ
„ সবিতা সিংহ
„ রেণুকা চৌধুরী

ঐক্যতান—এসরাজ, সেতার :—

(১) কুমারী তারা দত্ত
(২) „ আরাধনা চাটার্জ্জী
(৩) „ শান্তি পাঁজা
(৪) „ বাসন্তী দাস
(৫) „ উষা চক্রবর্ত্তী
(৬) „ বীথি মুখার্জ্জি
(৭) „ অরুণা ঘোষ
(৮) „ তুষার পাল
(৯) „ রমা বসু
(১০) শ্রীমতী মায়া দে চৌধুরী
(১১) কুমারী অনিমা দাস
(১২) „ মনীষা বোস
(১৩) „ সত্যপ্রভা রায়
(১৪) „ সত্যবতী লাহিড়ী

পরিচালনা { শ্রীবিজয়চন্দ্র পাকড়ে ও শ্রীললিতমোহন দাস

পরে

শ্রীযুক্ত পরিতোষ শীলের পরিচালনায়
"পরিতোষ শীল এণ্ড পার্টি" কর্ত্তৃক অর্কেষ্ট্রা
অনুষ্ঠান-রজনী—৩১শে মে সন্ধ্যা

"ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে
কি সঙ্গীত ভেসে আসে!"

যদি বিশ্বব্যাপী সে সঙ্গীত অবিকৃতরূপে শুনতে চান
তাহ'লে নিম্নলিখিত ঠিকানায় একটীবার আসুন।
আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বলিয়াই
আমাদের রেডিও সেট্ সর্ব্বোত্তম

মেট্রো রেডিও কোং লিমিটেড্
৯এ ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা
ফোন ক্যাল ১৯৬১

উলুপী

স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত

অভিনয় রজনী শুক্রবার ২২শে মে সময় ৭॥টা—১০॥টা পর্য্যন্ত

পরিচালক—**শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র**

অনন্ত
শ্রীমণি মজুমদার

বভ্রুবাহন	ইলাবন্ত	অর্জ্জুন
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাথ	শ্রীসুবোধ মজুমদার
সাত্যকী	লগন	নারদ
শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভূপেন নন্দী	শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ
ব্যাস	যুধিষ্ঠির	শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন মুখোপাধ্যায়	শ্রীপুলিন অর্ণব
বৃষকেতু	সেনাপতি	সৈনিক
শ্রীঅনিল সিংহ	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মজুমদার	শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
উলুপী	গঙ্গা	চিত্রাঙ্গদা
ঊষাবতী	**নিভাননী**	**সরযূবালা**
	নিয়তি	
	প্রফুল্লবালা	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন

বালকগণ, নারদ, ইলাবন্ত ও উলুপী।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

নাগরাজ প্রাসাদ

অনন্ত, ইলাবন্ত ও উলুপী।

—

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাটীর প্রাঙ্গণ

লগন, অনন্ত, নারদ ও উলুপী।

—

চতুর্থ দৃশ্য

নগরপ্রান্ত

ইলাবন্ত, উলুপী, অনন্ত, নারদ ও পুণ্ডরীক।

—

পঞ্চম দৃশ্য

মণিপুর-নগরপ্রান্ত

চিত্রাঙ্গদা, সেনাপতি, ইলাবন্ত, বভ্রুবাহন ও নারদ।

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

গঙ্গাতট

উলুপী, ভব ও গঙ্গা।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

ব্যাস, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ইলাবন্ত, বৃষকেতু, সৈনিক ও নারদ।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশান

নিয়তি, উলুপী, গঙ্গা, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ইলাবন্ত।

—

তৃতীয় দৃশ্য

বন

অনন্ত, উলুপী, ইলাবন্ত ও সৈনিক।

—

চতুর্থ দৃশ্য

পূজাগৃহ

বভ্রুবাহন, উলুপী, সেনাপতি ও সৈনিক।

—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

অর্জ্জুন, সাত্যকি ও বৃষকেতু।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহন

—

EVER READY আপনাকে উৎকৃষ্টতর বেতার-বার্ত্তা শুনাইবে

বেতার-বার্ত্তা-গ্রহণ উন্নত করিতে হইলে **এভার-রেডি** ব্যাটারী ব্যবহার করুন, এই ব্যাটারী কারখানা হইতে সদ্য-প্রস্তুত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী।

আমাদের সাধারণ আকারের ব্যাটারী অধিকাংশ বেতার-গ্রাহক যন্ত্রেরই উপযুক্ত। যদি আপনার সেটের জন্য খাঁটী **এভার রেডি** ব্যাটারী পাইতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করেন, তাহা হইলে আপনার প্রয়োজনের পূর্ণ বিবরণ এবং বিক্রেতার নাম পাঠাইয়া দিবেন।

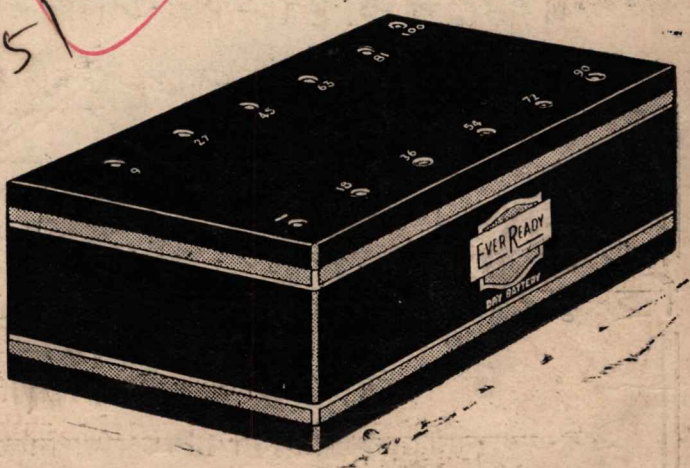

দি এভার-রেডি কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

১৯, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তৃতীয় দৃশ্য

অর্জ্জুন শিবির

সাত্যকি, বভ্রুবাহন, অর্জ্জুন, উলুপী, সেনাপতি, ইলাবন্ত ও বৃষকেতু।

—

চতুর্থ দৃশ্য

পূজাগৃহ

বভ্রুবাহন ও গঙ্গা।

—

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির দ্বার

উলুপী, ইলাবন্ত, বভ্রুবাহন।

—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ

অর্জ্জুন, সাত্যকি, ইলাবন্ত, অনন্ত, উলুপী, লগন, বভ্রুবাহন ও বৃষকেতু।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপত্যকা

ইলাবন্ত, অর্জ্জুন ও অনন্ত।

—

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

সৈনিক, ইলাবন্ত, উলুপী, বভ্রুবাহন, অনন্ত, গঙ্গা ও লগন।

—

চতুর্থ দৃশ্য

সমরক্ষেত্রের অপরাংশ

ইলাবন্ত, উলুপী, নিয়তি, বভ্রুবাহন, অনন্ত লগন, অর্জ্জুন, গঙ্গা ও চিত্রাঙ্গদা।

—

জন্মান্তরের সঙ্গীত-সাধনা

যে বালক-কণ্ঠে অপূর্ব্বসুন্দররূপে প্রকটিত

সারা ভারতের বিস্ময়, সেই সার্থকনামা সঙ্গীতশিল্পী

বাল গন্ধর্ব্বের সঙ্গীত

হিন্দুস্থান রেকর্ডে শুনুন

এইচ্ ১১৩৪৪ { শ্যামসুন্দর মদনমোহন ভৈরবী / সখি মোরি রিম্ ঝিম্ দুর্গা

এই অতুলনীয় রেকর্ডখানি না থাকিলে আপনার সঙ্গীত-ভাণ্ডার অপূর্ণ রহিবে।

১লা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ ঃ বিশিষ্ট গ্রামোফোন ব্যবসায়ীদের নিকট পাওয়া যায়

ঃ হিন্দুস্থান ঃ

প্রহারেণ-ধনঞ্জয়

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রণীত

অভিনয় রজনী মঙ্গলবার ২৬শে মে সময় ৭—৮-১৫ মিনিট

পরিচালক—**শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র**

বাউল

শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাথ

গঙ্গাধর চাটুয্যে (গৃহস্থ ভদ্রলোক)
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

হরিবংশ (বড় জামাই)
শ্রীমণি মজুমদার

মাধব (মেজ জামাই)
শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়

পুণ্ডরীকাক্ষ (সেজ জামাই)
শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

ধনঞ্জয় (ছোট জামাই)
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

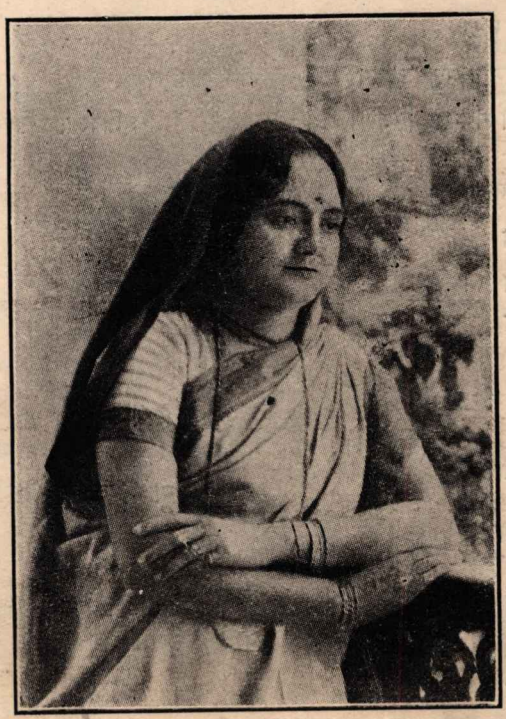

শ্রীমতী নিভাননী

গিন্নী
নিভাননী

হরিদাসী (বড় মেয়ে)
সরযূবালা

সুবাসিনী (মেজ মেয়ে)
গীতা

পুঁটুরাণী (সেজ মেয়ে)
ঊষাবতী

সুরবালা (ছোট মেয়ে)
প্রফুল্লবালা

পচা (চাকর)
শ্রীআশুতোষ বসু (এ্যামেচার)

সৈরন্ধ্রী (ঝী)
মঞ্জুলিকা

সঙ্গীত—শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবনা

রঙ্গিনীগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গদাধরের ভেতর বাড়ী

হরিদাসী, গিন্নী, পুঁটুরাণী, সুবাসিনী, গঙ্গাধর ও পচা।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

বৈরাগী।

—

তৃতীয় দৃশ্য

গঙ্গাধরের বৈঠকখানার সম্মুখস্থ পথ

হরিবংশ, মাধব, পুণ্ডীকাক্ষ ও ধনঞ্জয়।

—

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

রঙ্গিনীগণ।

—

পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গাধরের অন্তঃপুর

গঙ্গাধর, গিন্নী, ধনঞ্জয়, পচা ও জামাইগণ।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘাটের পথ

পল্লীরমণীগণ।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

খিড়কি পুকুরের ঘাট

সৈরুবী, পচা, হরিবংশ, মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ ও ধনঞ্জয়।

—

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

পল্লীরমণীগণ।

—

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ সংলগ্ন দালান

সুবাসিনী, পুঁটুরাণী, হরিদাসী, সুরবালা ও গঙ্গাধর।

—

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

পল্লীরমণীগণ।

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

গঙ্গাধরের দরদালান

হরিবংশ, হরিদাসী, পুণ্ডরীকাক্ষ, মাধব, ধনঞ্জয়, গঙ্গাধর ও গিন্নী।

—

সপ্তম দৃশ্য

পথ

পল্লীরমণীগণ।

—

অষ্টম দৃশ্য

গঙ্গাধরের বহির্বাটী

মাধব, পুঁটুরাণী, পুণ্ডরীকাক্ষ, ধনঞ্জয়, গঙ্গাধর ও গিন্নী।

—

নবম দৃশ্য

গঙ্গাধরের অন্তঃপুর

পুঁটুরাণী।

—

দশম দৃশ্য

দরদালান

পুণ্ডরীকাক্ষ, ধনঞ্জয়, পচা, গঙ্গাধর, গিন্নী ও রঙ্গিনীগণ।

—

সঞ্চয়ের সুবিধা—

—জীবন বীমায়—

বীমার সুবিধা—নাগপুর পাইওনিয়ার

—ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে—

ব্রাঞ্চ অফিস :—২ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, ফোন কলিকাতা ১৫৪৫

3553

সিংহল-বিজয়

স্বর্গীয় ডি, এল, রায় প্রণীত

অভিনয় রজনী শুক্রবার ২৯শে মে, ৭।—১০।টা

পরিচালক—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সিংহবাহু

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বিজয়সিংহ

শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়

জয়সেন

শ্রীধীরেন দাস

ভৈরব

শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়

কালসেন

শ্রীসুবোধ মজুমদার

উৎপলবর্ণ

শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

বিজিত

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কুবেণী

সরযূবালা

লীলা

উষাবতী

মহারাণী

নিভাননী

সুমিত্র

প্রফুল্লবালা

সুরমা

গীতা

অন্যান্য ভূমিকায়

শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, শ্রীমণি মজুমদার, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিন অর্ণব, শ্রীসুরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাথ ইত্যাদি।

চরিত্র পরিচয়

সিংহবাহু — বঙ্গেশ্বর
বিজয়সিংহ — জ্যেষ্ঠ রাজকুমার (প্রথম পক্ষের)
সুমিত্র — কনিষ্ঠ রাজকুমার (দ্বিতীয় পক্ষের)
বিজিত — বিজয়ের বন্ধু (রাজপুত্র)
উরুবেল, অনুরোধ — বিজয়ের সহচর
কালসেন — নূতন লঙ্কেশ্বর
জয়সেন — কালসেনের প্রথম পক্ষের পুত্র
উৎপলবর্ণ — লঙ্কার পুরোহিত
বিশালাক্ষ — ঐ সেনাপতি

বিরূপাক্ষ, তাপস, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, ভৈরব ডাকাত, দস্যুগণ, রক্ষীগণ, নাবিক, বিজয়সিংহের সঙ্গীগণ, বুদ্ধদেবের শিষ্য, প্রজাগণ ইত্যাদি।

মহারাণী — সিংহবাহুর দ্বিতীয় পক্ষের রাণী
সুরমা — সিংহবাহুর কন্যা (প্রথম পক্ষের)
লীলা — বিজয়সিংহের পত্নী
বসুমিত্রা — লঙ্কার রাণী
কুবেণী — বসুমিত্রার কন্যা
জুমেলিয়া — কুবেণীর সখী

নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকা, সহচরীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বঙ্গরাজ সিংহবাহুর বিচারালয়
কাল—প্রভাত
সিংহবাহু, বিজয়সিংহ, অমাত্যগণ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ কন্যা ও রক্ষিগণ।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজ অন্তঃপুর
কাল—প্রভাত
সুরমা, লীলা, মন্ত্রী, মহারাণী, সুমিত্র ও সিংহবাহু।

—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বনমধ্যস্থ কালীমন্দিরের পথ্য
কাল—রাত্রি
দস্যুগণ, ভৈরব ও সুরমা।

—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কারাগার
কাল—রাত্রি
বিজয়সিংহ, মন্ত্রী, মহারাণী, রক্ষিগণ, সুরমা, ভৈরব ও দস্যুগণ।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কা—সমুদ্র তীর
কাল—প্রভাত
জুমেলিয়া, কুবেণী, বসুমিত্রা, কালসেন, জয়সেন ও কুবেণীর সহচরীগণ।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—মধ্যাহ্ন
সিংহবাহু, অনুরোধ, সুরমা, মহারাণী, উরুবেল ও বিজয়সিংহ।

—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বঙ্গেশ্বররে রাজসভা
কাল—প্রভাত
বিজয়সিংহ, সিংহবাহু, অনুরোধ, উরুবেল ও ভৈরব।

—

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্র তীর
উরুবেল, অনুরোধ, বিজিত, বিজয়সিংহ, বালকবেশী লীলা, প্রজাগণ, সিংহবাহু ও সুমিত্র।

—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সমুদ্র বক্ষে

কুবেণীর তরণী

কাল—প্রত্যূষ

কুবেণী, নাবিক ও বিজয়সিংহ।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সমুদ্র বক্ষে বিজয় সিংহের জাহাজ

বিজিত, উরুবেল, অনুরোধ, বিজয়, কুবেণী ও বালকবেশী লীলা।

—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বঙ্গরাজ সিংহবাহুর প্রাসাদ

কাল—প্রভাত

সিংহবাহু, সুরমা, সুমিত্র, সেনাপতি, মহারাণী, জল্লাদ, ব্রাহ্মণ ও ভৈরব।

—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার উপকূল

কাল—সন্ধ্যা

বিজয়সিংহ, বালকবেশী লীলা, অনুরোধ ও কুবেণী।

—

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার পথ

উৎপলবর্ণ, তাপস, বিজয়সিংহ, বালকবেশী লীলা, অনুরোধ ও বিজয়সিংহের সঙ্গীগণ।

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার রাজ প্রাসাদ

কাল—সন্ধ্যা

কালসেন, জয়সেন বসুমিত্রা, উৎপলবর্ণ, কুবেণী ও বিজয়সিংহ।

—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার রাজ প্রাসাদ

বালকবেশী লীলা, কুবেণী, বিজয়সিংহ, জুমেলিয়া ও বিরুপাক্ষ।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গল

সিংহবাহু, সুমিত্র, দস্যুগণ ও ভৈরব।

—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ

বিজিত, অনুরোধ, উরুবেল, বিজয়সিংহ, জয়সেন, সুমিত্র ও বিজয়ের সঙ্গীগণ।

—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কা—বন

লীলা, কুবেণী, জুমেলিয়া ও বিজিত।

—

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার রাজপ্রাসাদস্থ বিলাস কক্ষ

কুবেণী, লীলা, জুমেলিয়া, জয়সেন, বিজয়সিংহ, নর্ত্তকীগণ ও প্রহরীগণ।

—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বঙ্গদেশ সমুদ্রতীর

সিংহবাহু, সুরমা, বিজয় ও সুমিত্র।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বঙ্গরাজপ্রাসাদ

বিজয়সিংহ, বুদ্ধদেবের শিষ্য, সুরমা, বিজিত ও সুমিত্র।

—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—লঙ্কা কুবেণীর প্রাসাদ

কুবেণী, বিশালাক্ষ, জুমেলিয়া ও দূত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার প্রাসাদ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

তাপস, কুবেণী, উৎপলবর্ণ, জুমেলিয়া, বিশালাক্ষ, জয়সেন ও বিজয়সিংহ।

সম্পাদক—শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীরণধীর আইচ (এ্যামেচার)
সঙ্গীত—শ্রীধীরেন দাস ও শ্রীরঞ্জিৎ রায়
তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

High Fidelity Reproduction

true

is ensured by using . . .

"ROLA"

the World's Finest Reproducers.

Book your order :—

IGRANIC

RADIO

COMPONENTS

ARE AVAILABLE :—

Distributor

Radio Free Service

54, Bowbazar Street, Calcutta.

Central Avenue jn,

Phone B. B. 4035.

কলিকাতা ষ্টেশন

অনুষ্ঠান-পত্র

(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

—

প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ

—

লং-ওয়েভ ৩৭০·৪ মিটার

শর্ট-ওয়েভ ৪৯·১০ মিটার

[অনুষ্ঠানের সূচনায় ও সমাপ্তিতে সময় ঘোষণা করা হয়]

শনিবার, ১৬ই মে, ১৯৩৬

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

২টা **বক্তৃতা**

বিষয়—অতীতের স্মরণীয় ঘটনাবলী

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২৷৷টা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

১৯৩৬ 'ফিল্কো' রেডিওতে

পৃথিবীর সমস্ত দেশের গান শুনুন

সুদৃশ্য, সুস্পষ্ট, সতেজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আওয়াজ।

মডেল—৬৪১ বি

৭-ভাল্‌ভ Superhet, ২২০ বা ১১০ D. C. Currentএ চলে। ভিতরে Moving Coil লাউড্‌স্পীকার আছে। মূল্য—৪০০৲

মডেল—৬১১ বি

৫ ভাল্‌ভ Superhet, A. C. ও D. C. উভয় Current এই চলে। ভিতরে Moving Coil লাউড্‌স্পীকার আছে। মূল্য—২৫০৲

আরও ৪১ প্রকার মডেল আছে

আপনার বাড়ীতে বসিয়া যেটা ইচ্ছা শুনিবার জন্য পত্র লিখুন

কিস্তিবন্দী করিয়া কিনিবারও ব্যবস্থা আছে।

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ লিঃ

৩ নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

৩—৩৷৷টা **বক্তৃতা**

বিষয়—(ক) ঘরকন্নার খুঁটিনাটি

(খ) সতীর দেহত্যাগ

(গ) গ্রামোফোন রেকর্ড

বক্ত্রী—শ্রীমতী বেলা হালদার

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **লোক সঙ্গীত**

শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

—

৬-১০ **বক্তৃতা**

বিষয়—বাংলা দেশের খাল এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা

বক্তা—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস, এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, পি, ডব্লিউ, ডি

—

৬৷৷টা **যন্ত্র সঙ্গীত**

শ্রীশঙ্করলাল পাল—দিলরুবা

—

৬-৪৫ **ভূপর্য্যটকের রোজনাম্‌চা** (প্রথম পর্য্যায়)

বিষয়—আফগানিস্থানের কথা

বক্তা—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

—

৭-৫ **কণ্ঠ সঙ্গীত** (বাংলা)

শ্রীমতী বীণাপাণি (২)

৭-২০ শ্রীকমল দাশগুপ্ত

৭-৪০ শ্রীমতী কমলাবালা

—

৮টা **যন্ত্র সঙ্গীত**

বেতার অর্কেষ্ট্রা

পরিচালক—শ্রীতারকনাথ দে

—

৮-১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮৷৷টা SB **বাংলা গান**

শ্রীমতী হরিমতি

৮-৫০ শ্রীমতী ইন্দুবালা

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৯৷৷—১১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

শেষ

—

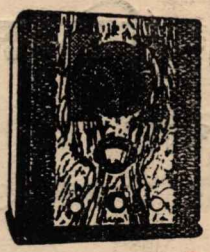

"ফিলিপস" রেডিও সেট থাকিলে! আপনি ঘরে বসিয়া দেশ বিদেশের বার্ত্তা ও সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন।

এ, সি, ও ডি, সি, কারেন্টের উপযোগী সকল প্রকার সেট পাওয়া যায়।

তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সি, সি, সাহা লিঃ

"ফিলিপসের" বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিবিউটর

১৭০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রবিবার, ১৭ই মে, ১৯৩৬

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান

—

৯টা **সারেঙ্গী**

চমু মিশ্র

—

৯-১৫ **বাংলা গান**

শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী

৯॥টা শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

—

শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

৯-৪৫ **যন্ত্র-সঙ্গীত**

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সেতার

—

১০টা **কণ্ঠসঙ্গীত** (বাংলা)

শ্রীমতী পারুলরাণী চৌধুরী

১০-১৫ শ্রীমতী রাধারাণী

১০॥টা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

১০-৪৫ **যন্ত্র-সঙ্গীত**

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—স্বরোদ

—

১১টা **অভিনয়-প্রসঙ্গ**

বক্তা—শ্রীচিত্রগুপ্ত

—

১১-১৫—১১॥টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬॥টা SB **চার্চ্চ সার্ভিস** (ইংরাজীতে)

—

৭-৪৫ **কাল-বৈশাখী**

[সঙ্গীত-মালিকা]

পরিচালিকা—শ্রীমতী বেলা হালদার

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগদান করিবেন

শ্রীনবেন্দু রায়

শ্রীপ্রভাত পাল

একটী

সেনোলা রেডিও সেট

অনেকপ্রকার রেডিও সেট দেখিয়াছেন কিন্তু বিলাতী পার্টস্ দিয়া তৈয়ারী, গঠন-নৈপুণ্যে ও স্বাভাবিক আওয়াজে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেডিও সেট বাজারে নাই বলিলেই চলে। প্রত্যেক সেট্‌টিতে তিন বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ডি, সি, কারেন্টে চলে। দাম মাত্র ৯০৲ টাকা।

এন্ ,বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

২১নং চৌরঙ্গী, (লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়)

কলিকাতা।

Repairing a speciality.

শ্রীঅজিত চক্রবর্ত্তী
চমু মিশ্র
বাণীকান্ত গুহ
শ্রীমতী ভক্তি রায় চৌধুরী
কুমারী নিভা নাগ
কুমারী শীলা হালদার
কুমারী মণিকা হালদার
কুমারী অঞ্জলি দত্ত
কুমারী হেমপ্রভা ঘোষ

—

৮-৪৫ **কণ্ঠসঙ্গীত** (বাংলা)
৯টা শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত

—

৯.১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (বাংলাতে)

—

৯॥টা SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৯-৪৫—১০টা **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

শেষ

—

সোমবার, ১৮-ই মে, ১৯৩৬
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **বিদ্যার্থীমণ্ডল**
(স্কুলের ছাত্রদের জন্য)
বক্তা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

২-৪৫ গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৩—৩॥টা **বক্তৃতা**
বিষয়—ছাত্রী-নিবাস
বক্ত্রী—মিসেস্ এম্, এ, মোমিন
(অল্ ইণ্ডিয়া উইমেন কনফারেন্সের সদস্যা)

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **বাংলা গান**
শ্রীমতী প্রফুল্লবালা

—

৬-১০ **বক্তৃতা**
বিষয়—দামোদর খালের জন্য জলসেক
বক্তা—রায় বাহাদুর আর, কে, বিশ্বাস

—

হতাশ হইবেন না
সহস্র সহস্র পরিত্যক্ত রোগী আরোগ্য
বিনা অস্ত্রে বিনা ইঞ্জেকশনে
অর্শ, ফিশ্চুলা, লিম্ফ্যাঞ্জাইটীস, টনসিল, ফাইলেরিয়া, এডিনয়েড, পলিপাশ, শোথ, কার্ব্বাঙ্কাল, দূষিত-ঘা, রক্তদুষ্টি, পাথুরী, ছানি, পুরাতন জ্বর, কাশি, নার্ভাস-ডেবিলিটী, যৌবনে-বার্দ্ধক্য, বাত, ডিস্পেপসিয়া ইত্যাদি।
বিনা কিউরেটিং
বাধক, রক্ত ও শ্বেতপ্রদর, টিউমার প্রভৃতি—নানাবিধ কঠিন স্ত্রীরোগ নির্ম্মূল আরোগ্য হয়।
"সাক্ষাতে" অথবা "পত্রের" দ্বারা চিকিৎসা হয়
নরেন্দ্র চিকিৎসালয়
১ সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা, এস্প্লেনেডের মোড, দ্বিতলে। প্রাতে ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। অসমর্থের "ফি" চার্জ হয় না।
সাক্ষাতের সময়ঃ—৮—১১টা
১টা—৩টা এবং ৫টা—৭টা।
১সি, চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা।

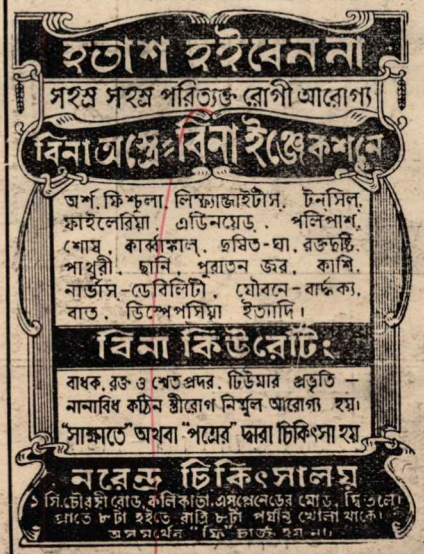

আমাদের ভারতবিখ্যাত ব্যবস্থাপক চিকিৎসক যিনি সুদূর ইউরোপেও আহুত হইয়া অত্যন্ত কঠিন রোগ আরোগ্যে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন তিনি সকলকেই যত্ন সহকারে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

৬৷৷টা **বাংলা গান**

শ্রীশিবব্রত বসু

৬-৪৫ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (২)

৭টা শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—

৭-১৫ **পুনর্জাগরণ**

রচয়িতা—বাণীকুমার

সঙ্গীত—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

প্রযোজক—বি, ভট্টাচার্য্য

—

৮-১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮৷৷টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৯৷৷টা SB **কণ্ঠ-সঙ্গীত** (বাংলা)

শ্রীমতী প্রভাবতী

৯-৪৫ শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (হাসির গান)

১০টা শ্রীমতী বীণাপাণি

—

১০-১৫ SB **বক্তৃতা**

বিষয়—বাস্তবের রাজ্যে

বক্তা—শ্রীচিত্রগুপ্ত

—

১০৷৷—১০-৪৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

—

শেষ

—

328

There is a suitable PERTRIX battery for every type of receiver.

PERTRIX Standard H/T batteries for aeriel type of receiver up to 4 valves.

PERTRIX SUPER-CAPACITY H/T batteries for receivers with power valves (Double normal capacity.)

PERTRIX HEAVY DUTY H/T batterries (four times the capacity ordinary H/T battery),

PERTRIX SUPER HEAVY DUTY (Six times the capacity of the ordinary H/T battery) for use with receivers with more than 4 valves when Power valves for exceptionally high emission are used.

Pertrix Batteries Especially Made For Tropics.

Distributors :

RADIO SUPPLY STORES Ltd

3, Dalhousie Square.

মঙ্গলবার, ১৯শে মে, ১৯৩৬
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **কথকতা**
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য

—

২॥টা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৩টা—৩॥টা **বক্তৃতা**
বিষয়—প্রাচীন ভারতের চিত্তাকর্ষক গল্প
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **ছোটদের বৈঠক**
পরিচালিকা—মেজদিদি
ধাঁধা ও পত্রাদি

—

৬-১০ গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৬-২০ **বক্তৃতা**
বিষয়—কীট চারীদের কথা

—

৬-৪৫ শিশুমঙ্গল রেকর্ড

—

৬-৫০ টুকরো-টাকরা

—

৭টা **সঙ্গীতশিক্ষাদান**
(প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য)
শিক্ষক—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

—

৭-২০ **বাংলা গান**
কুমারী শ্যামলী রক্ষিত

৭॥টা কুমারী অমিয়া সরকার

৭-৪৫ শ্রীমতী আশালতা রায়

—

৮টা **যন্ত্রসঙ্গীত**
কুমারী শোভা কুণ্ডু (সেতার)

—

৮-১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮॥টা SB **বাংলা গান**
কুমারী যূথিকা রায়

৮-৪৫ শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

৯টা শ্রীমতী উত্তরা দেবী

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

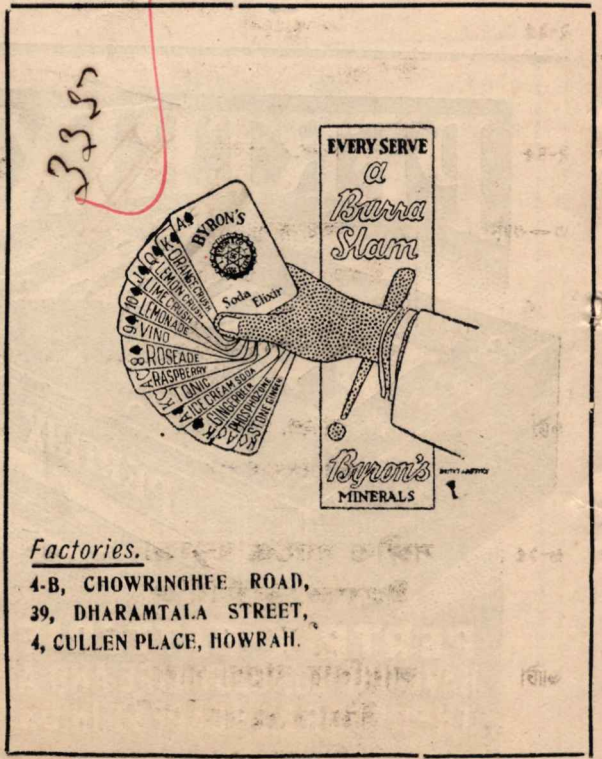

৯॥—১১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

শেষ

—

বুধবার, ২০শে মে, ১৯৩৬

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **বক্তৃতা**

বিষয়—যে সকল পাখী উড়িতে পারে না

বক্তা—শ্রীকমল বসু

—

২-১৫ **পাঁচালী**

শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

—

২-৪৫ গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৩—৩॥টা **কথকতা**

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **বাংলা গান**

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

—

৬-১৫ **সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা**

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল

—

৬॥টা **আধুনিক বাংলা গান**

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য

—

৬-৪৫ **গোয়েন্দা-কাহিনী**

৭টা **বেহালা**

শ্রীরামচন্দ্র মোহান্ত

—

৭-১০ **কণ্ঠসঙ্গীত** (বাংলা)

শ্রীমতী কঙ্কাবতী

৭-২৫ শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য্য

৭-৪০ শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

—

৭-৫৫ **যন্ত্রসঙ্গীত**

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—সেতার

—

৮-১৫ SB **সংবাদ জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮॥টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

"পাইলট্"

অল ওয়েভ্ রেডিও

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আধুনিক

ডি, সি, বা এ, সি,

মূল্য—

২৭৫৲ হইতে

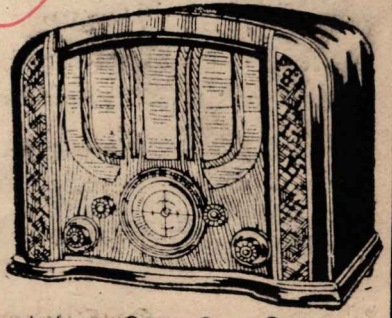

আজই আমাদের দোকানে আসিয়া রেডিও শুনিয়া যান বা তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এল, সি, সাহা লিঃ

ডিষ্ট্রিবিউটর—ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া

৫নং মিউনিসিপাল মার্কেট, ওয়েষ্ট, কলিকাতা।

৯॥টা SB **বাংলা গান**

শ্রীমতী আশালতা

৯-৫০ শ্রীগিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—

১০-১০ **রহস্যমূলক গল্প**

বক্তা—একস্

—

১০॥টা—১০-৪৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

শেষ

—

বৃহস্পতিবার, ২১শে মে, ১৯৩৬

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা

বক্তা—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন

—

২॥টা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৩—৩॥টা **বক্তৃতা**

বিষয়—কোম্পানীর কুঠী

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **বাংলা গান**

শ্রীসুরনাথ মজুমদার

—

৬॥টা **বেহালা**

শ্রীগঙ্গাচরণ নন্দী

—

৬-৪০ **বাংলা গান**

কুমারী রেণুকা দাসগুপ্ত

৬-৫০ কুমারী সুপ্রভা ঘোষ

—

৭টা শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায়

উচ্চসঙ্গীতের (Classical) আসর

কুমারী শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়—খেয়াল

কুমারী কৃপাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়—খেয়াল

কুমারী গীতাদাস গীতশ্রী—ঠুংরী

কুমারী আরতি দাস—ঠুংরী

গীতশ্রী রেণুকণা মোদক—ঠুংরী

শ্রীমতী বিজলী দত্ত গীতশ্রী—ঠুংরী

শ্রীমতী হেনা দাস—ঠুংরী

শ্রীমতী কাজরী দাস—খেয়াল

শ্রীজগদীশ চক্রবর্ত্তী—খেয়াল

কুমারী প্রভা মিত্র—খেয়াল

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মিত্র—সেতার

—

SANITATION FIRST

Please consult

Standard Sanitary Agency Ltd.

64, BOWBAZAR STREET,

CALCUTTA.

গীতশ্রী কুমারী গীতা দাস

গীতশ্রী শ্রীমতী বিজলী দত্ত

গীতশ্রী কুমারী রেণুকণা মোদক

৮-১৫ SB **সংবাদ জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮৷৷টা SB **কণ্ঠ সঙ্গীত** (বাংলা)

শ্রীকালিপদ পাঠক

৮-৪৫ শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

—

৯টা **যন্ত্রসঙ্গীত**

ছোটে খাঁ—সারেঙ্গী

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৯৷৷—১১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor

শেষ

—

শুক্রবার, ২২শে মে, ১৯৩৬

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **বিদ্যার্থীমণ্ডল**

(স্কুলের ছাত্রদের জন্য)

আলাপ-আলোচনা দিবস

বক্তা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

—

২৷৷টা **বক্তৃতা**

বিষয়—ইতিহাসের পাঁচালী

বক্তা—দা'ঠাকুর

—

অনর্থক টাকা খরচ করিয়া নূতন কিনিবার প্রয়োজন কি ?

পুরাতনই নূতন হয়।

এম, ডব্লিউ মণ্ডল এণ্ড কোং

স্থাপিত ১৯২১ ফোন—বড়বাজার ১৩৭৪

নূতন ঠিকানা—

৩২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(পোষ্ট অফিসের নিকটে)

গরম স্যুট, কাশ্মীরী শাল, বেনারসী শাড়ী ইত্যাদি মূল্যবান পোষাক ও পরিচ্ছদ

ধোলাই, রং, রিপু এবং ড্রাই ক্লিনিং করিতে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান।

বাদলা বৃষ্টিতেও সিল্কের কাপড় এক হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ারী পাইবেন।

প্রোপ্রাইটার ও ম্যানেজার :—

এম, ডব্লিউ, মণ্ডল

(সেণ্টপল্‌স্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র)

মফঃস্বলের অর্ডার অতি সত্বর যত্নের সহিত ভিঃ পিঃতে সরবরাহ করা হয়।

৩টা—৩॥টা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৫॥টা **ছোটদের বৈঠক**

পরিচালক—শ্রীকমল বসু

—

সংবাদ

—

আবৃত্তি

শ্রীঅজিত চক্রবর্ত্তী

—

পৌরাণিক গল্প

—

গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৬-১৫ **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

৭-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৭॥টা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রযোজনায় বেতার নাটুকে দল কর্ত্তৃক অভিনয় স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উলুপী

—

১০॥টা—১০-৪৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

শেষ

—

শনিবার, ২৩শে মে, ১৯৩৬

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **বক্তৃতা**

বিষয়—শান্তি ও ধর্ম্ম

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

—

২॥টা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৩—৩॥টা **বক্তৃতা**

বিষয়—(ক) রান্নাবান্না

(খ) জনৈকা সীবনোপজীবিনীর কথা

বক্ত্রী—শ্রীমতী বেলা হালদার

—

কালোপযোগী
প্রসাধনে—
• পিয়া সোপ
ও
• পিয়া স্নো
দিয়া
প্রিয়ার মনোরঞ্জন করুন
• কলিকাতা সোপ •

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **বাংলা গান**
শ্রীসত্যেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—

৬-১০ **বক্তৃতা**
বিষয়—স্ত্রীশিক্ষার-আদর্শ
বক্ত্রী—মিস্ ইউ, বিশ্বাস এম্-এ

—

৬॥টা **কণ্ঠসঙ্গীত** (বাংলা)
আব্বাসউদ্দিন আহম্মদ
৬-৪০ শ্রীবিভূতি দত্ত

—

৭টা **যন্ত্রসঙ্গীত**
শ্রীপবন বিশ্বাস (ঢোল)

—

৭-১৫ মিঃ বি, কে, নন্দীর সম্পাদনে
সঙ্গীতানুষ্ঠান
কুমারী অনিতা বসু (কণ্ঠসঙ্গীত)
„ রেণুকা ঘোষ (ঐ)
„ মণিকা রায় (ঐ)
নাটোরাধিপতি মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়
(যন্ত্রসঙ্গীত)
মিঃ জে, এন্, মৈত্র (কণ্ঠসঙ্গীত)

—

৮-১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮॥টা SB **উচ্চ সঙ্গীতের (Classical) আসর**
জমিরুদ্দিন খাঁ
৮-৫০ SB সুরজপ্রসাদ শ্রীবাস্তব

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর,
পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৯॥টা—১১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

শেষ

—

রবিবার, ২৪শে মে, ১৯৩৬
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান

—

৯টা **কণ্ঠসঙ্গীত** (বাংলা)
শ্রীমতী আশালতা
৯-১৫ মঞ্জু সাহেব
৯॥টা শ্রীমতী রাধারাণী
৯-৫০ শ্রীমতী প্রভাবতী

এবার যে হারমোনিয়মটি কিনবেন সেটি যেন
ডোয়ার্কিনের হয়।

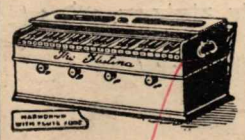

ডোয়ার্কিনের যন্ত্র কিনলে সন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। কখনও অপ্রস্তুত বা বিব্রত হবেন না।

ডোয়ার্কিনের বিশ্ব-বিশ্রুত হারমোনিয়মের দাম অনেক কমে গিয়েছে সুতরাং এখন আর ডোয়ার্কিনের যন্ত্র না কিনতে পারার কোন কারণ নেই। ডোয়ার্কিনের সুপ্রতিষ্ঠিত নামই ঐ যন্ত্রের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়, অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

ডোয়ার্কিনের যন্ত্র গৃহে থাকা গৃহের ও গৃহকর্ত্তার পক্ষে গৌরবজনক ইহা বলা বাহুল্য।

আজই আমাদের নূতন সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্
১২নং এস্‌প্লেনেড, কলিকাতা।

১০-৫ শ্রীমতী হরিমতি
১০-২০ শ্রীমতী ইন্দুবালা
১০-৪০ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

১১টা **অভিনয় প্রসঙ্গ**
বক্তা—শ্রীচিত্রগুপ্ত

—

১১-১৫—১১৷৷টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬৷৷টা SB **চার্চ্চ সার্ভিস** (ইংরাজীতে)

—

৭-৪৫ **উচ্চসঙ্গীতের (Classical) আসর**
রামকিষণ মিশ্র—ধ্রুপদ
৮-৫ শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়—খেয়াল
৮-২৫ মঞ্জু সাহেব—খেয়াল ও ঠুংরী
৮-৫০ শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—খেয়াল ও ঠুংরী

—

৯-১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (বাংলাতে)

—

৯৷৷টা SB **সংবাদ জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৯-৪৫—১০টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.
শেষ

—

সোমবার, ২৫শে মে, ১৯৩৬
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

২টা **বিদ্যার্থীমণ্ডল**
(স্কুলের ছাত্রদের জন্য)
বিষয়—বাংলার কবি (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
বক্তা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

—

২-৪০ **বক্তৃতা**
বিষয়—শিশুদের কৌতূহল ও তুষ্টি
বক্তা—শ্রীমতী প্রীতি গুপ্তা

—

৩—৩৷টা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **বাংলা দ্বৈত গান**
শ্রীমতী উষাবতী ও শ্রীরণজিৎ রায়

—

রেডিও সেট

পুরাতনের বদলে নতুন

আপনার পুরাতন রেডিও সেটে পরিবর্ত্তে উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া একটী নতুন মডেলের বিলাতী অথবা আমেরিকান সেট আমরাই দিতে পারি।

হারমোনিয়ম
সুর ও সৌন্দর্য্যে
গোপাল ফ্লুটই'
শ্রেষ্ঠ।

রেডিও সেট এবং হারমোনিয়ম ছাড়াও যে কোন বাদ্য-যন্ত্র আমাদের এখানে মেরামত করাইলে দেখিতে নতুনের মত ত হবেই, ব্যবহারেও নূতনত্ব পাইবেন।

মিউজিক্যালস্ এণ্ড ভ্যারাইটিজ
পি ১০৫নং রসা রোড, কালিঘাট, কলিকাতা।
ফোন সাউথ ২৯৬

৬-১০ **পল্লীসংস্কার বক্তৃতা**

—

৬॥টা **যন্ত্র-সঙ্গীত**

শ্রীরামচন্দ্র মোহান্ত—বেহালা

—

৬-৪০ **বাংলা গান**

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৬-৫৫ শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী

—

৭-১৫ গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮॥টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৯॥টা SB **যন্ত্রসঙ্গীত**

আর্য্য অর্কেষ্ট্রা

পরিচালক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

—

৯-৪০ **বাংলা গান**

কমলাবালা

—

১০টা SB **যন্ত্র-সঙ্গীত**

আর্য্য অর্কেষ্ট্রা

বিষয়—অঘটন-ঘটন

বক্তা—শ্রীচিত্রগুপ্ত

১০॥—১০-৪৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

শেষ

—

মঙ্গলবার ২৬শে মে, ১৯৩৬

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **কথকতা**
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য
—
২৷৷টা গ্রামোফোন রেকর্ড
—
৩—৩৷৷টা **বক্তৃতা**
বিষয়—হিন্দু মহাকাব্য হইতে গল্প
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা
—
সান্ধ্য অনুষ্ঠান
—
৬টা **ছোটদের বৈঠক**
পরিচালিকা—মেজদিদি
—
সংবাদ ও মন্তব্য
—
৬-১০ গ্রামোফোন রেকর্ড
—
৬-২০ যে সকল বস্তু আমাদের কাজে লাগে
—
৬৷৷টা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প
—
৭টা বেতার শিল্পীসঙ্ঘ কর্ত্তৃক অভিনয়
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রণীত
প্রহারেণ ধনঞ্জয়
—
৮-১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)
—
৮৷৷টা SB **বাংলা গান**
শ্রীমতী কমলা রায়
৮-৪৫ কুমারী অমিয়া সরকার
৯টা শ্রীমতী উত্তরা দেবী
—
৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (বাংলাতে)
—
৯৷৷—১১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)
—
God Save the King Emperor.
শেষ
—

বুধবার, ২৭শে মে, ১৯৩৬
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩
—
দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান
—
১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)
—
২টা **বক্তৃতা**
বিষয়—ভাবপ্রবণতা
বক্তা—শ্রীকমল বসু
—
২-২০ গ্রামোফোন রেকর্ড
—
২-৪৫ **পাঁচালী**
শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায়
—
২-৫৫—৩৷৷টা গ্রামোফোন রেকর্ড
—
সান্ধ্য অনুষ্ঠান
—
৬টা **কণ্ঠসঙ্গীত** (বাংলা)
শ্রীঅমর দত্ত
৬-২০ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
—

৬-৪৫ **বক্তৃতা**
বিষয়—নরক ও নরকের অধিবাসী
বক্তা—মিঃ এম্, এল্, রায়

—

৭-১০ **বাংলা গান**
শ্রীমতী বীণাপাণি
৭ ৩৫ শ্রীমতী ইন্দুবালা

—

৮টা **যন্ত্র সঙ্গীত**
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার—ক্ল্যারিওনেট

—

৮-১৫ SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮-২৪ SB **ডার্বি ঘোড়দৌড়**
(এপ্‌সম্ রেস কোর্স হইতে রীলে)

—

৯-৯ SB **"কুইন মেরী"**
জাহাজের প্রথম যাত্রা
(সাউদামটন ডকে)

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৯॥—১০-৪৫ SB **ইউরোপীয় প্রোগ্রাম**

—

God Save the King Emperor.
শেষ

—

বৃহস্পতিবার ২৮-শে মে, ১৯৩৬
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **কথকতা**
পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

—

২॥টা **বাংলা গান**
শ্রীমতী প্রফুল্লবালা
২-৪৫ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

—

৩---৩॥টা **বক্তৃতা**
বিষয়—বৈজ্ঞানিকদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **দ্বৈত হাসির গান**
শ্রীমতী উষাবতী ও রণজিৎ রায়

—

৬-১০ **বক্তৃতা**
বিষয়—একটি সন্ধ্যাকালীন কাহিনী
বক্তা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

—

৬॥টা শ্রীযুক্ত অমিয়প্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়
সঙ্গীতানুষ্ঠান
কুমারী অনুপমা মুখোপাধ্যায়
কুমারী সুপ্রীতি মজুমদার
কুমারী বনলতা মিত্র
কুমারী পূর্ণিমা মজুমদার
কুমারী মণিমালা গাঙ্গুলী
কুমারী ভারতী মজুমদার
কুমারী রত্নমালা সেন
কুমারী প্রতিভা সেন

—

যন্ত্র সঙ্গীত
শ্রীমতী গৌরীরাণী সেন—সেতার

—

৮-১৫ SB সংবাদ-জ্ঞাপন (ইংরাজীতে)

—

৮॥টা SB **কণ্ঠ-সঙ্গীত (Classical)**

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

—

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

৯টা SB **দ্বৈত যন্ত্র সঙ্গীত**

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—দিলরুবা

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত—স্বরোদ

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৯॥—১১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.

—

শেষ

—

শুক্রবার ২৯শে মে, ১৯৩৬

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **বিদ্যার্থীমণ্ডল**

বিষয়—স্বর্গের সন্ধান

বক্তা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

—

২॥ **বক্তৃতা**

বিষয়—ভূগোলের পাঁচালী

বক্তা—দা'ঠাকুর

—

৩টা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৩-১৫—৩॥ **বাংলা গান**

শ্রীমতী প্রভাবতী

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৫॥টা **ছোটদের বৈঠক**

পরিচালক—শ্রীকমল বসু

—

ধাঁধা ও পত্রাদি

৫॥টা অন্যান্য দেশের গল্প

—

৫-৫৫ আবৃত্তি

কুমারী অজন্তা দেবী

—

৬টা যাহা তোমরা ঘরে তৈয়ারী করিতে পার

—

৬-১০টা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৬-১৫ SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

৭॥টা **অভিনয়-রজনী**
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রযোজনায়
বেতারনাটুকে দল কর্ত্তৃক অভিনয়
স্বর্গীয় ডি, এল, রায় প্রণীত
সিংহল বিজয়

—

১০॥—১০-৪৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.
শেষ

—

শনিবার, ৩০শে মে, ১৯৩৬
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

—

১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

২টা **বক্তৃতা**
বিষয়—আমাদের রান্নাঘর
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র

—

২-৪৫ গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৩—৩॥টা **বক্তৃতা**
বিষয়—(ক) ঘরকন্নার খুঁটিনাটি
(খ) গ্রামোফোন রেকর্ড
বক্তৃত্রী—শ্রীমতী বেলা হালদার

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৬টা **বাংলা গান**
শ্রীমতী প্রফুল্লবালা

—

৬-১০ **পল্লীসংস্কার বক্তৃতা**

—

৬॥টা **বাংলা গান**
শ্রীনিতাই ঘটক

—

৬-৪৫ **ভূ-পর্য্যটকের রোজনাম্‌চা**
(দ্বিতীয় পর্য্যায়)
বিষয়—পারস্যদেশের কথা
বক্তা—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

—

৭-৫ মিঃ আর, সি, বড়ালের পরিচালনায়
নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের
সঙ্গীতানুষ্ঠান
(কর্ত্তৃপক্ষের সানুগ্রহ সম্মতিক্রমে টালিগঞ্জ ষ্টুডিও হইতে রীলে)

—

৮-১৫ SB **সংবাদ জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৮॥টা SB **কণ্ঠ সঙ্গীত** (বাংলা)
শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

৮-৪০ SB শ্রীমতী মায়া দেবী

—

৮-৫৫ **কৌতুক-কথা**
শ্রীশরৎ চন্দ্র পণ্ডিত

—

৯-১৫ SB আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলাতে)

—

৯॥—১১টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor.
শেষ

—

'DOG' BRAND Linseed Oil

স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য্য
এবং
চিরস্থায়ী কার্য্যের জন্য।

রং
এবং
ভার্ণিশের কাজে
"কুকুর মার্কা" তিসি তৈল
ব্যবহার করুন।

ইহাই বাজারে
একমাত্র নির্ভরযোগ্য,
অথচ দামে সুলভ তৈল।

350

রঙের কাজে
"কুকুর মার্কা" তিসি তৈল
ব্যবহার করিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেছেন;
আপনিও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
সমস্ত রঙের দোকানে পাইবেন।

সোয়াইকা অয়েল মিল্‌স।
লিলুয়া।
স্বত্বাধিকারীগণ।
রামদাস মহাদেও প্রসাদ।
হেড আফিস—
৩৯ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন্—২১১৬ বড়বাজার।

রবিবার, ৩১শে মে, ১৯৩৬
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

—

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান

—

৯টা **যন্ত্রসঙ্গীত**
চমু মিশ্র—সারেঙ্গী

—

৯-১৫ **কণ্ঠসঙ্গীত**
শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী
৯॥টা আব্বাস উদ্দিন আহম্মদ
৯-৪৫ শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
১০টা জমিরুদ্দিন খাঁ
১০-২০ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
১০-৪০ শ্রীমতী উষারাণী

—

১১টা **অভিনয় প্রসঙ্গ**
বক্তা—শ্রীচিত্রগুপ্ত

—

১১-১৫—১॥টা SB ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

—

৭-৪৫ "বাসন্তী বিদ্যাবীথি" কর্ত্তৃক
মরীচিকা
(বিশদ বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য)

—

৯-১৫ SB **সংবাদজ্ঞাপন** (বাংলাতে)

—

৯॥টা SB **সংবাদ-জ্ঞাপন** (ইংরাজীতে)

—

৯-৪৫—১০টা SB **সঙ্গীতাদি** (ইংরাজীতে)

—

God Save the King Emperor,

—

শেষ

—

মে মাসের প্রত্যেক রেকর্ডখানি চমৎকার

শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া)

J.N.G. 307 { তমাল দাঁড়িয়ে আছে (ভাটিয়ালী)
বেলা শেষের গান (বাউল)

প্রোঃ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

J.N.G. 295 { মন বলে তুমি আছ ভগবান (ভৈরবী)
ঐ নবঘন শ্যাম সই (দেশ)

শ্রীমতী কাননবালা (ফিল্ম-ষ্টার)

J.N.G 296 { শ্যামল বিনা নিদ্ নাহি আসে
মরম ব্যথা রহিল মরমে

প্রোঃ অনুকূলচন্দ্র দাস

J.N.G. 299 { পিয়ানো Solo (ভৈরবী)
পিয়ানো Solo (গজল)

মেগাফোন ঃ কলিকাতা

কৌতুক রেকর্ডনাট্যের যুগান্তর—অফুরন্ত হাসির অনন্ত উৎস

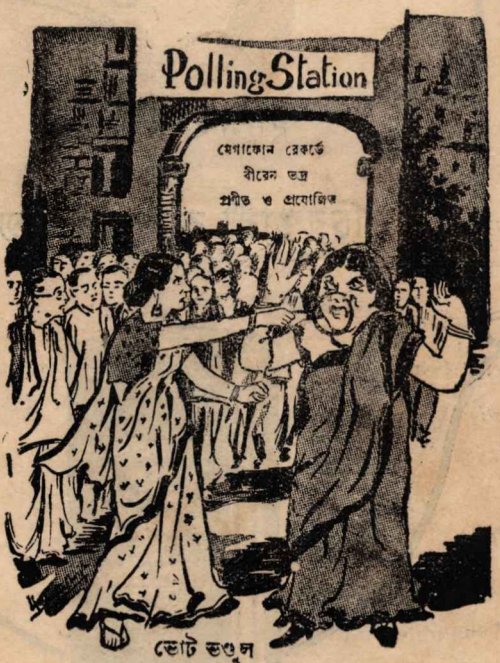

রচনা ও প্রযোজনা—**শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বি এ**
৩ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত মূল্য ৬৸০

"বেতার জগতে"র নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি

"বেতার জগৎ" পাক্ষিক পত্র। প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা ও ১৬ই তারিখে "বেতার জগৎ" প্রকাশিত হয়; বেতার জগতের নগদ মূল্য দুই আনা। পুরাতন বেতার জগতের প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা। ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাঠানো হয় না। "ম্যানেজার, বেতার জগৎ"—এই নামে মূল্য পাঠাইতে হয়। "বেতার জগতে"র কোন বিশেষ সংখ্যার বেশী মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইলে বার্ষিক গ্রাহকদিগকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। যে সংখ্যা হইতে গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করা হয়, সেই সংখ্যা হইতে গ্রাহকদিগকে সম্পূর্ণ এক বৎসর কাগজ দেওয়া হইয়া থাকে।

কোন সংখ্যা "বেতার জগৎ" কোন গ্রাহক না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ডাকঘরের তদন্তের ফল আমাদিগকে অবিলম্বে জানাইলে আমরা কাগজখানির পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে পারি।

গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই যেন তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যাটি** উল্লেখ করিতে বিস্মৃত না হন। নূতন কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পত্রে "নূতন গ্রাহক" এই কথাটি উল্লিখিত থাকিলে ভাল হয়।

লেখকগণের প্রতি

বেতার-জগতের জন্য রচনা ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি "সম্পাদক, বেতার জগৎ" নামে প্রেরিতব্য। কোন রচনা অমনোনীত হইলে তাহা সম্পাদকীয় দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা কম। এজন্য লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। কোন রচনা অমনোনীত হইলে তাহার কোনও কৈফিয়ৎ দিতে সম্পাদক অনিচ্ছুক।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

বিজ্ঞাপনের হার

কভার প্রথম পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যায়	৩০৲
" দ্বিতীয় "	"	২৫৲
" তৃতীয় "	"	২৫৲
" চতুর্থ "	"	৩০৲
সাধারণ "	"	২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা	"	৬৲

বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে বা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অন্ততঃ সপ্তাহকাল পূর্ব্বে "বেতার জগতে"র ম্যানেজারকে জানাইতে হয়। বিজ্ঞাপন বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লওয়া উচিত। ছাপাখানার আকস্মিক দুর্ঘটনায় কোন ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা হারাইয়া গেলে আমরা তাহার জন্য দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ম্যানেজারকে জানাইতে হয়। অর্থাদিও তাঁহার নিকটে প্রেরিতব্য।

বেতার জগতের বার্ষিক মূল্য বা বিজ্ঞাপনের টাকা জমা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র লওয়া কর্ত্তব্য।

ম্যানেজার "বেতার জগৎ"

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রড্‌কাষ্টিং সার্ভিস্

১নং গারষ্টিন, প্লেস, কলিকাতা।

Telephone—Regent 818

Telegram—Airvoice, Calcutta.

Regtd. No. C. 1795.

মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে

আগামী ১৬ই জুন তারিখের

বেতার জগৎ

বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে

বহু রঙীন ও এক-রঙা আর্ট প্লেট, সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট এবং
মহামান্য সম্রাটের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সচিত্র প্রকাশ

সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সচিত্র রচনাবলীর সমাবেশ

প্রায় আড়াই গুণ—একশত পৃষ্ঠার কাছাকাছি

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য চারি আনা

বিজ্ঞাপনদাতারা মনে রাখিবেন

যাঁহাদের বাড়ীতে বেতার-যন্ত্র আছে, তাঁহারাই প্রধানতঃ
বেতার জগতের গ্রাহক এবং তাঁহারাই বাজারের
যাবতীয় বস্তুর ক্রেতা
সুতরাং "বেতার জগতে"র বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হইবার নহে

"বেতার জগৎ"—কার্য্যালয়
ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রড্‌কাষ্টিং সার্ভিস্
১ নং গার্‌ষ্টিন প্লেস, কলিকাতা
টেলিফোন—Regent 818
Regent 819

Printed and Published by Subesh Ch Bhowmik, at the Juno Printing Works, 12, Ram Chandra